অধ্যায় ৪

প্রবাদ-প্রবচন

প্রবাদ-প্রবচন

প্রবাদ-প্রবচনের ধারণা ও সংজ্ঞার্থ

বাংলা ভাষার ভাবপ্রকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রবাদ-প্রবচন। মানুষের দীর্ঘদিনের জীবন-অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, চিন্তা ও উপলব্ধি থেকে যে সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ বাক্যের সৃষ্টি হয়েছে, তাকে প্রবাদ-প্রবচন বলা হয়। এগুলোর মধ্যে মানুষের বাস্তব জ্ঞান, নৈতিক শিক্ষা এবং জীবন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি প্রকাশ পায়।

প্রবাদ-প্রবচন সাধারণত একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে কোনো বিশেষ ঘটনা, অভিজ্ঞতা বা সত্যকে সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। প্রবাদ-প্রবচনের ভাষা সহজ হলেও এর অর্থ অনেক গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ।

যেমন–

"অতি লোভে তাতি নষ্ট।"

এই প্রবাদের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে অতিরিক্ত লোভ মানুষের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

"যেমন কর্ম তেমনি ফল।"

এর মাধ্যমে মানুষের কাজের ফল সম্পর্কে একটি চিরন্তন সত্য প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রবাদ ও প্রবচন শব্দ দুটি অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। প্রবাদ সাধারণত মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য বা উপলব্ধির প্রকাশ, আর প্রবচন হলো জ্ঞানী ব্যক্তি বা মনীষীদের গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষামূলক উক্তি। তবে বাংলা ভাষায় বর্তমানে উভয় শব্দ একসঙ্গে ব্যবহার করে একই ধরনের বাক্যকে বোঝানো হয়।

প্রবাদ-প্রবচন শুধু ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না, বরং মানুষের চিন্তা, সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনের পরিচয় বহন করে।

প্রবাদ-প্রবচনের উৎপত্তি ও বিকাশ

প্রবাদ-প্রবচনের উৎপত্তি মানুষের বাস্তব জীবন থেকে। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং সামাজিক ঘটনাকে সংক্ষিপ্ত ও অর্থবহ বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। এভাবেই একসময় এসব বাক্য সমাজে প্রচলিত হয়ে প্রবাদ-প্রবচনের রূপ লাভ করেছে। বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের প্রধান উৎস হলো মানুষের দৈনন্দিন জীবন। কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক আচরণ, প্রকৃতি ও পরিবেশ মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। ফলে এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে অসংখ্য প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলার কৃষিনির্ভর সমাজে ঋতু, ফসল, আবহাওয়া ও কৃষিকাজ সম্পর্কিত বহু প্রবাদ প্রচলিত হয়েছে। যেমন–

"যত গর্জে তত বর্ষে না।"

প্রকৃতির অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রবাদের সৃষ্টি।

এছাড়া ধর্মীয় বিশ্বাস, পুরাণ, ইতিহাস ও সাহিত্য থেকেও অনেক প্রবাদ-প্রবচনের জন্ম হয়েছে। মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হতে হতে এগুলো এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও সামাজিক পরিবর্তনের ভিত্তিতে নতুন প্রবাদ-প্রবচনের সৃষ্টি হয়। তাই প্রবাদ-প্রবচন একটি জীবন্ত ভাষিক সম্পদ, যা সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকেও পরিবর্তিত করে।

প্রবাদ-প্রবচনের বৈশিষ্ট্য

প্রবাদ-প্রবচনের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার কারণে এগুলো সাধারণ বাক্য থেকে আলাদা মর্যাদা লাভ করেছে।

প্রথমত, সংক্ষিপ্ততা:

প্রবাদ-প্রবচন অল্প কথায় গভীর অর্থ প্রকাশ করে। দীর্ঘ ব্যাখ্যার পরিবর্তে একটি প্রবাদ অনেক সময় সহজেই কোনো বিষয় বোঝাতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান:

প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি প্রকাশ পায়। এগুলো শুধু কথার সৌন্দর্য নয়, বরং বাস্তব জীবনের শিক্ষা বহন করে।

তৃতীয়ত, শিক্ষামূলক ভাবঃ
অধিকাংশ প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে কোনো না কোনো শিক্ষা, উপদেশ বা সতর্কবার্তা থাকে।
যেমন–
"অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী।"
এই প্রবাদ কম জ্ঞান নিয়ে অহংকার করার ক্ষতিকর দিক নির্দেশ করে।
চতুর্থত, সার্বজনীনতা:
প্রবাদ-প্রবচন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে এগুলো যুগের পর যুগ টিকে থাকে।
পঞ্চমত, স্মরণযোগ্যতা:
প্রবাদ-প্রবচনের ভাষা সাধারণত সহজ, ছন্দময় ও আকর্ষণীয় হওয়ায় মানুষ সহজে মনে রাখতে পারে।

প্রবাদ-প্রবচনের গঠনগত বৈশিষ্ট্য
প্রবাদ-প্রবচন সাধারণত পূর্ণাঙ্গ বাক্যের আকারে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ভাব বা বক্তব্য থাকে। সাধারণ বাক্যের মতো হলেও এর অর্থ অনেক সময় গভীর ও ইঙ্গিতপূর্ণ হয়। প্রবাদ-প্রবচনের গঠন সাধারণত সহজ ও সংক্ষিপ্ত। এতে অল্প শব্দের মাধ্যমে একটি বড় অভিজ্ঞতা বা সত্য প্রকাশ করা হয়।
যেমন–
"নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।"
এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যের মাধ্যমে মানুষের নিজের ব্যর্থতার জন্য অন্যকে দোষ দেওয়ার প্রবণতা প্রকাশ করা হয়েছে।
প্রবাদ-প্রবচনে অনেক সময় ছন্দ, মিল ও ধ্বনিগত সৌন্দর্য দেখা যায়। এর ফলে এগুলো সহজে মানুষের মনে স্থান করে নেয়।
যেমন–
"যার লাঠি তার মাটি।"
এছাড়া প্রবাদ-প্রবচনে রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে গভীর অর্থ প্রকাশ করা হয়। সরাসরি কোনো বিষয় না বলে ইঙ্গিতের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রবাদ-প্রবচনের গঠন সাধারণত অপরিবর্তনীয়। শব্দ পরিবর্তন করলে অনেক সময় এর প্রচলিত রূপ ও সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

প্রবাদ-প্রবচনের অর্থগত বৈশিষ্ট্য
প্রবাদ-প্রবচনের অর্থ সাধারণত সরাসরি নয়; এর মধ্যে নিহিত থাকে বিশেষ ভাব বা শিক্ষা। তাই প্রবাদ বুঝতে হলে শুধু শব্দের অর্থ জানলেই হয় না, এর অন্তর্নিহিত ভাবও উপলব্ধি করতে হয়।
প্রবাদ-প্রবচনের অর্থ প্রধানত তিনভাবে প্রকাশিত হয়–
ক. আক্ষরিক অর্থ
কিছু প্রবাদের অর্থ সরাসরি বোঝা যায়।
যেমন–
"একতাই বল।"
এর অর্থ হলো ঐক্যের মধ্যে শক্তি রয়েছে।
খ. রূপক অর্থ
অনেক প্রবাদের প্রকৃত অর্থ শব্দের সরল অর্থের বাইরে থাকে।
যেমন–
"ঘরের শত্রু বিভীষণ।"
এখানে বিভীষণ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়; বরং নিজের লোকের দ্বারা ক্ষতির ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে।
গ. শিক্ষামূলক অর্থ
অধিকাংশ প্রবাদ মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য কোনো শিক্ষা বা নির্দেশনা প্রদান করে।
যেমন–
"সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়।"
এই প্রবাদের মাধ্যমে সময়ের মূল্য ও যথাসময়ে কাজ করার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

NABARUN PUBLICATION

প্রবাদ-প্রবচনের অর্থগত সৌন্দর্য হলো, এগুলো অল্প কথায় গভীর জীবনবোধ প্রকাশ করতে পারে। এ কারণেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচনের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রবাদ-প্রবচনের শ্রেণিবিভাগ

প্রবাদ-প্রবচন মানুষের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, চিন্তা, বিশ্বাস ও উপলব্ধির প্রকাশ। মানুষের জীবন যেমন বহুমাত্রিক, তেমনি প্রবাদ-প্রবচনের বিষয়বস্তুও বৈচিত্র্যময়। বিষয়, ভাব ও ব্যবহারের দিক থেকে প্রবাদ-প্রবচনকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

ক. নীতিমূলক প্রবাদ

যেসব প্রবাদ মানুষের নৈতিকতা, সততা, ভালো-মন্দ বিচার এবং সঠিক জীবনাচরণের শিক্ষা দেয়, সেগুলো নীতিমূলক প্রবাদ নামে পরিচিত।

যেমন–

"সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।"

এই প্রবাদের মাধ্যমে সৎ মানুষের সংস্পর্শে থাকার গুরুত্ব এবং অসৎ সঙ্গের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হয়েছে।

খ. অভিজ্ঞতামূলক প্রবাদ

মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে যেসব প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো অভিজ্ঞতামূলক প্রবাদ।

যেমন–

"চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।"

এখানে বোঝানো হয়েছে, অনেক সময় মানুষ ঘটনার আগে সচেতন হয় না, কিন্তু ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পর সতর্ক হয়।

গ. শ্রম ও কর্মভিত্তিক প্রবাদ

পরিশ্রম, কর্মনিষ্ঠা ও চেষ্টা-সাধনার গুরুত্ব প্রকাশ করে যেসব প্রবাদ, সেগুলো শ্রম ও কর্মভিত্তিক প্রবাদ।

যেমন–

"পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।"

এই প্রবাদের মাধ্যমে পরিশ্রমের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।

ঘ. কৃষিভিত্তিক প্রবাদ

বাংলা সমাজ দীর্ঘদিন কৃষিনির্ভর ছিল। তাই কৃষিকাজ, ঋতু, ফসল, প্রকৃতি ও আবহাওয়াকে কেন্দ্র করে অসংখ্য প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে।

যেমন–

"আষাঢ়ে গর্জে, শ্রাবণে বর্ষে।"

এ ধরনের প্রবাদে কৃষিজীবী মানুষের অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

ঙ. সামাজিক সম্পর্কভিত্তিক প্রবাদ

পরিবার, সমাজ, বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতা থেকে এসব প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে।

যেমন–

"ঘরের শত্রু বিভীষণ।"

এই প্রবাদের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, কাছের মানুষের বিরোধিতা অনেক সময় বেশি ক্ষতিকর হয়।

চ. সতর্কতামূলক প্রবাদ

যেসব প্রবাদ মানুষকে সতর্ক করে, ভুল সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকতে শিক্ষা দেয়, সেগুলো সতর্কতামূলক প্রবাদ।

যেমন–

"ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।"

এর মাধ্যমে কোনো কাজ করার আগে চিন্তা করার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

প্রবাদ-প্রবচনের এই শ্রেণিবিভাগ শিক্ষার্থীদের বিষয়গুলো সহজে বুঝতে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন প্রবাদ ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।

প্রবাদ–প্রবচনের জনপ্রিয়তার কারণ

প্রবাদ–প্রবচন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির এক অমূল্য ঐতিহ্য। যুগ যুগ ধরে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হওয়ার মাধ্যমে এগুলো সমাজে স্থায়ী স্থান লাভ করেছে। লোকজ অভিজ্ঞতা, জীবনবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ এবং বাস্তব জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত প্রকাশ হিসেবে প্রবাদ–প্রবচন আজও সমানভাবে জনপ্রিয়। ভাষাবিজ্ঞানী ও লোকসাহিত্য গবেষকদের মতে, একটি প্রবাদ তখনই দীর্ঘকাল টিকে থাকে, যখন তা মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত হয় এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ব্যবহারযোগ্য থাকে। বাংলা ভাষায় প্রবাদ–প্রবচনের জনপ্রিয়তার পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে।

প্রথমত, জীবনঘনিষ্ঠতা প্রবাদ–প্রবচনের প্রধান শক্তি। মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সুখ–দুঃখ, শ্রম, সংগ্রাম, সম্পর্ক, সাফল্য ও ব্যর্থতার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে অধিকাংশ প্রবাদ–প্রবচনের জন্ম হয়েছে। ফলে এগুলোর বক্তব্য মানুষের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থবহ প্রকাশ প্রবাদ–প্রবচনের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। অল্প কথায় অনেক বড় শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়। একটি মাত্র প্রবাদ কখনও কখনও দীর্ঘ ব্যাখ্যার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন, *"অতি লোভে তাতি নষ্ট"* প্রবাদের মাধ্যমে অতিরিক্ত লোভের ক্ষতিকর পরিণতি অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, সার্বজনীন সত্যের প্রতিফলন প্রবাদ–প্রবচনকে যুগে যুগে প্রাসঙ্গিক রেখেছে। সময়, স্থান কিংবা সমাজ পরিবর্তিত হলেও মানুষের অনেক মৌলিক অভিজ্ঞতা অপরিবর্তিত থাকে। তাই বহু প্রবাদ আজও সমানভাবে অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্য।

চতুর্থত, নৈতিক শিক্ষা ও জীবনদর্শনের বাহক হিসেবে প্রবাদ–প্রবচনের গুরুত্ব অপরিসীম। সততা, পরিশ্রম, ধৈর্য, সংযম, ঐক্য, বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতার মতো মানবিক গুণাবলি গড়ে তুলতে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে শিশু–কিশোরদের নৈতিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রেও প্রবাদ–প্রবচন কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পঞ্চমত, সহজ ভাষা ও স্মরণযোগ্যতা প্রবাদ–প্রবচনের জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে। অধিকাংশ প্রবাদ সহজ, ছন্দময় এবং শ্রুতিমধুর হওয়ায় মানুষ সহজেই মনে রাখতে পারে। লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে এগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংরক্ষিত হয়েছে।

ষষ্ঠত, ভাষার সৌন্দর্য ও প্রভাব বৃদ্ধি করতেও প্রবাদ–প্রবচনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যথাযথ স্থানে একটি প্রবাদ ব্যবহার করলে বক্তব্য আরও প্রাণবন্ত, গ্রহণযোগ্য ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। সাহিত্য, বক্তৃতা, সাংবাদিকতা এবং দৈনন্দিন কথোপকথনেও এ কারণে প্রবাদ–প্রবচনের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

সপ্তমত, লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে প্রবাদ–প্রবচনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। একটি জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, সামাজিক রীতি, কৃষিনির্ভর জীবন, পেশা, প্রকৃতি ও জীবনযাত্রার নানা দিক প্রবাদের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। তাই এগুলো ভাষার পাশাপাশি একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়েরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

অষ্টমত, প্রজন্মান্তরে মৌখিক প্রচার প্রবাদ–প্রবচনের স্থায়িত্ব ও জনপ্রিয়তা নিশ্চিত করেছে। লিখিত সাহিত্য বিকাশের অনেক আগে থেকেই মানুষ মুখে মুখে প্রবাদ প্রচার করেছে। ফলে এগুলো লোকসাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী উপাদানে পরিণত হয়েছে।

সর্বোপরি বলা যায়, প্রবাদ–প্রবচনের জনপ্রিয়তার মূল ভিত্তি হলো এর বাস্তবতা, সংক্ষিপ্ততা, গভীর তাৎপর্য, নৈতিক শিক্ষা, ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রবাদ–প্রবচন কেবল ভাষার অলংকার নয়, একটি জাতির সম্মিলিত অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল্যবান দলিল হিসেবে আজও সমানভাবে সমাদৃত।

প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারার পার্থক্য

প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা উভয়ই বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। উভয়ের মাধ্যমে ভাষার সৌন্দর্য ও ভাবের গভীরতা প্রকাশ পায়। তবে গঠন, অর্থ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বাগধারা হলো বিশেষ অর্থ প্রকাশকারী শব্দগুচ্ছ। এর অর্থ সাধারণত শব্দগুলোর আক্ষরিক অর্থ থেকে বোঝা যায় না। বাগধারা সাধারণত বাক্যের একটি অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

যেমন–

"চোখে ধুলো দেওয়া" অর্থ প্রতারণা করা।

অন্যদিকে, প্রবাদ-প্রবচন হলো মানুষের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা বা জীবনসত্য প্রকাশকারী পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

যেমন–

"অতি লোভে তাতি নষ্ট।"

বাগধারার প্রধান উদ্দেশ্য ভাষাকে চিত্রময় ও আকর্ষণীয় করা, আর প্রবাদ-প্রবচনের উদ্দেশ্য হলো কোনো শিক্ষা, উপদেশ বা অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা। বাগধারা সাধারণত একটি ভাব প্রকাশ করে, কিন্তু প্রবাদ-প্রবচন একটি সম্পূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ করে। তাই বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচন উভয়ই ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করলেও তাদের ভূমিকা আলাদা।

সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার

সাহিত্যে ভাষার সৌন্দর্য, স্বাভাবিকতা ও প্রাণবন্ততা বৃদ্ধিতে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যিকেরা চরিত্র, সমাজ ও জীবনচিত্রকে বাস্তব করে তুলতে প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেন। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার পাঠকের কাছে বক্তব্যকে সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। বিশেষ করে কথোপকথনভিত্তিক সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন চরিত্রের স্বাভাবিক ভাষা প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের লেখকের রচনায় প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার দেখা যায়। লোকজীবনের চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে এসবের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন সাহিত্যিক যখন কোনো চরিত্রের মুখে প্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করেন, তখন সেই চরিত্রের সামাজিক অবস্থান, অভিজ্ঞতা ও মানসিকতা সহজে প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামীণ জীবনের কোনো চরিত্রের মুখে প্রচলিত কোনো কৃষিভিত্তিক প্রবাদ ব্যবহার করলে তার জীবনযাত্রা ও পরিবেশের বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। তাই প্রবাদ-প্রবচন সাহিত্যিক প্রকাশের একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

প্রবাদ-প্রবচনের ভাষাগত গুরুত্ব

প্রবাদ-প্রবচন ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এটি ভাষাকে শুধু সমৃদ্ধই করে না, বরং মানুষের চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশের ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে। প্রথমত, প্রবাদ-প্রবচন ভাষাকে সংক্ষিপ্ত ও শক্তিশালী করে। দীর্ঘ বক্তব্যকে অল্প কথায় প্রকাশ করার ক্ষমতা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়ত, প্রবাদ-প্রবচন ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সাধারণ বক্তব্যের পরিবর্তে যথাযথ প্রবাদ ব্যবহার করলে তা অধিক আকর্ষণীয় ও প্রভাবশালী হয়। তৃতীয়ত, প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে একটি জাতির জীবনধারা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা সংরক্ষিত থাকে। তাই এগুলো ভাষার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও অংশ। চতুর্থত, প্রবাদ-প্রবচন শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করে। এগুলোর মাধ্যমে তারা শব্দের গভীর অর্থ, ভাবপ্রকাশের কৌশল এবং ভাষার সৌন্দর্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। পঞ্চমত, প্রবাদ-প্রবচন মানুষের চিন্তাকে পরিশীলিত করে। এগুলো বাস্তব জীবন সম্পর্কে উপলব্ধি তৈরি করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। সুতরাং, প্রবাদ-প্রবচন বাংলা ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অলংকারিক উপাদান, যা ভাষাকে সমৃদ্ধ, প্রাণবন্ত ও অর্থবহ করে তোলে।

বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের উৎস

বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের উৎস অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। মানুষের জীবনযাত্রা, সামাজিক অভিজ্ঞতা, প্রকৃতি, পেশা, ধর্মীয় বিশ্বাস, ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান থেকে প্রবাদ-প্রবচনের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো কোনো একক ব্যক্তি বা সময়ের সৃষ্টি নয়; বরং দীর্ঘদিনের সামাজিক অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক ফল। বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের প্রধান উৎস হলো লোকজীবন। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কর্ম, চিন্তা ও অভিজ্ঞতা থেকেই অধিকাংশ প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামীণ সমাজে মানুষ প্রকৃতি ও জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল। তাই কৃষিকাজ, ঋতু, আবহাওয়া, পশুপাখি ও দৈনন্দিন জীবনের নানা বিষয় প্রবাদে স্থান পেয়েছে।

যেমন–

"যত গর্জে তত বর্ষে না।"

এই প্রবাদের মধ্যে প্রকৃতির একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। একই সঙ্গে এটি মানুষের আচরণ সম্পর্কেও একটি শিক্ষা প্রদান করে।

বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো কৃষিজীবন। বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের জীবন-জীবিকা কৃষির সঙ্গে যুক্ত থাকায় কৃষিকাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কিত অসংখ্য প্রবাদ তৈরি হয়েছে।

যেমন–

"কার্তিকের ধান, লক্ষ্মীর সমান।"

এ ধরনের প্রবাদের মাধ্যমে কৃষকের অভিজ্ঞতা ও জীবনসংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনি থেকেও অনেক প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় চরিত্র, ঘটনা ও বিশ্বাস মানুষের চিন্তায় প্রভাব ফেলেছে এবং তা ভাষায় প্রবাদের রূপ লাভ করেছে। ইতিহাস ও সামাজিক ঘটনা থেকেও প্রবাদ-প্রবচনের সৃষ্টি হয়েছে। কোনো বিশেষ ঘটনা যখন মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলে, তখন তা সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে দীর্ঘদিন প্রচলিত থাকে। সাহিত্যও প্রবাদ-প্রবচনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কবি ও সাহিত্যিকদের সৃষ্ট অনেক উক্তি পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষের ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে প্রবাদের মর্যাদা লাভ করেছে। সুতরাং বলা যায়, বাংলা প্রবাদ-প্রবচন মূলত মানুষের জীবন ও সমাজের প্রতিচ্ছবি। এগুলোর মধ্যে একটি জাতির চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতির পরিচয় নিহিত থাকে।

বাংলা ও অন্যান্য ভাষার প্রবাদ-প্রবচনের তুলনা

পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই প্রবাদ-প্রবচনের প্রচলন রয়েছে। মানুষের জীবন, অভিজ্ঞতা ও চিন্তার মধ্যে মিল থাকার কারণে বিভিন্ন ভাষার অনেক প্রবাদের ভাবগত মিল দেখা যায়। তবে প্রতিটি ভাষার প্রবাদে সেই জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনধারার পরিচয়ও পাওয়া যায়। বাংলা ও ইংরেজি ভাষার কিছু প্রবাদে অর্থগত মিল রয়েছে।

যেমন–

বাংলা:

"একতাই বল।"

ইংরেজি:

"Unity is strength."

উভয় প্রবাদের মূল শিক্ষা হলো, ঐক্যের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করা যায়।

আবার–

বাংলা:

"অতি লোভে তাতি নষ্ট।"

ইংরেজি:

"Greed brings grief."

দুই ভাষার প্রবাদের মধ্যেই অতিরিক্ত লোভের ক্ষতিকর দিক প্রকাশ করা হয়েছে। তবে ভাষার সংস্কৃতি ও পরিবেশের কারণে অনেক প্রবাদের প্রকাশভঙ্গিতে পার্থক্য দেখা যায়। বাংলা প্রবাদে নদী, কৃষি, গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতির প্রভাব বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে ইংরেজি প্রবাদে তাদের সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশের প্রতিফলন রয়েছে। যেমন, বাংলা প্রবাদের মধ্যে ধান, নদী, নৌকা, গরু, কৃষিকাজ ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা বাংলার জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত। অন্য ভাষার প্রবাদ সম্পর্কে জানলে শিক্ষার্থীরা শুধু ভাষাগত জ্ঞানই অর্জন করে না, বরং বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা সম্পর্কেও ধারণা লাভ করে।

আঞ্চলিক প্রবাদ-প্রবচন

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, ভাষারীতি, পেশা ও সংস্কৃতির পার্থক্যের কারণে আঞ্চলিক প্রবাদ-প্রবচনের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধের পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়। কোনো অঞ্চলের মানুষের প্রধান পেশা, পরিবেশ ও সামাজিক পরিস্থিতি সেই অঞ্চলের প্রবাদের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে। কৃষিপ্রধান এলাকায় কৃষি, ফসল ও প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে বেশি প্রবাদ দেখা যায়। নদীবেষ্টিত অঞ্চলে নদী, নৌকা ও পানিকে কেন্দ্র করে অনেক প্রবাদ তৈরি হয়েছে। আঞ্চলিক প্রবাদ-প্রবচনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর ভাষার স্বাভাবিকতা ও স্থানীয় রূপ। এতে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা, হাস্যরস এবং জীবন পর্যবেক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

আঞ্চলিক প্রবাদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসব প্রবাদের মধ্যে একটি অঞ্চলের মানুষের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনচিত্র সংরক্ষিত থাকে। তবে প্রমিত ভাষায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রবাদের অর্থ ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন।

আধুনিক সমাজে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার

সমাজ ও জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে ভাষার ব্যবহারেও পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক যুগে প্রযুক্তি, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিস্তারের পরও প্রবাদ-প্রবচনের গুরুত্ব কমেনি। বরং নতুন নতুন ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, বক্তৃতা, সাহিত্য, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং দৈনন্দিন কথোপকথনে প্রবাদ-প্রবচন এখনো ব্যবহৃত হয়। কারণ অল্প কথায় কোনো বিষয়ের গভীর অর্থ প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রবাদ-প্রবচনের রয়েছে। আধুনিক লেখক ও বক্তারা বক্তব্যকে আকর্ষণীয় ও প্রভাবশালী করার জন্য প্রবাদ ব্যবহার করেন। বিশেষ করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলোচনায় যথাযথ প্রবাদ বক্তব্যকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। তবে আধুনিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রবাদ-প্রবচনের অর্থ ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি। ভুল প্রয়োগ করলে বক্তব্যের অর্থ পরিবর্তিত হতে পারে। বর্তমান সময়ে নতুন অভিজ্ঞতা ও সামাজিক পরিবর্তনের ভিত্তিতে নতুন ধরনের প্রবাদসদৃশ বাক্যও তৈরি হচ্ছে। এভাবে প্রবাদ-প্রবচন সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হলেও এর মূল বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

প্রবাদ-প্রবচনের ভুল ব্যবহার ও সংশোধন

প্রবাদ-প্রবচন ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তবে ভুলভাবে ব্যবহার করলে ভাষার স্বাভাবিকতা ও অর্থের স্পষ্টতা নষ্ট হয়। তাই প্রবাদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর প্রকৃত অর্থ ও প্রয়োগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। অনেক সময় শব্দের বাহ্যিক অর্থ দেখে প্রবাদ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থ বিবেচনা করা হয় না। এতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।
যেমন–
ভুল প্রয়োগ:
"অতি লোভে তাতি নষ্ট" প্রবাদটি কোনো সাধারণ ক্ষতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা।
সঠিক প্রয়োগ:
অতিরিক্ত লোভের কারণে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হলে এই প্রবাদ ব্যবহার করা উচিত।
আবার–
"নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা" প্রবাদটি নিজের অক্ষমতা ঢাকার জন্য অন্যকে দোষ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। প্রবাদ-প্রবচনের ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি, তা হলো শব্দ পরিবর্তন না করা। প্রচলিত রূপ পরিবর্তন করলে অনেক সময় প্রবাদের সৌন্দর্য ও অর্থ নষ্ট হয়। সঠিক প্রয়োগের জন্য শিক্ষার্থীদের শুধু প্রবাদ মুখস্থ করলেই হবে না; এর অর্থ, ব্যবহারিক ক্ষেত্র ও প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে হবে। সুতরাং, শুদ্ধ ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই প্রবাদ-প্রবচনের প্রকৃত সৌন্দর্য ও কার্যকারিতা বজায় রাখা সম্ভব।

দুর্লভ ও বিলুপ্তপ্রায় প্রবাদ-প্রবচন

প্রবাদ-প্রবচন একটি জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। মানুষের জীবনযাত্রা, সামাজিক পরিবর্তন ও ভাষার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার কমে যাচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক প্রবাদ আধুনিক নগরজীবনে আগের মতো ব্যবহৃত হয় না। ফলে অনেক মূল্যবান লোকজ প্রবাদ ধীরে ধীরে বিস্মৃতির পথে চলে যাচ্ছে। দুর্লভ ও বিলুপ্তপ্রায় প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে একটি সমাজের অতীত জীবনযাত্রা, চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলো শুধু ভাষার সম্পদ নয়, বরং একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। প্রাচীনকালে মানুষ কৃষিকাজ, প্রকৃতি, পারিবারিক সম্পর্ক ও সামাজিক আচরণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল। তাই এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেক প্রবাদ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ফলে এসব বিষয়ের সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কমে যাওয়ায় অনেক প্রবাদও ব্যবহারের বাইরে চলে যাচ্ছে। দুর্লভ প্রবাদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন, কারণ এগুলোর মধ্যে মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধ নিহিত রয়েছে। অভিধান প্রণয়ন, লোকসাহিত্য সংগ্রহ, গবেষণা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহারের মাধ্যমে এসব প্রবাদ সংরক্ষণ করা সম্ভব। ভাষার স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে নতুন শব্দ ও নতুন প্রকাশভঙ্গির সৃষ্টি হবে, কিন্তু পুরোনো প্রবাদ-প্রবচন সংরক্ষণ না করলে একটি জাতির ভাষিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হারিয়ে যাবে।

প্রবাদ-প্রবচন ও নৈতিক শিক্ষা

প্রবাদ-প্রবচনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর নৈতিক শিক্ষামূলক ভূমিকা। মানুষের জীবন পরিচালনা, আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং মূল্যবোধ গঠনে প্রবাদ-প্রবচন দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে মানুষ সততা, পরিশ্রম, ধৈর্য, বিচক্ষণতা, সহযোগিতা ও আত্মসংযমের শিক্ষা লাভ করে।

যেমন–

"যেমন কর্ম তেমনি ফল।"

এই প্রবাদের মাধ্যমে মানুষকে নিজের কাজের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

"একতাই বল।"

এই প্রবাদের মাধ্যমে ঐক্যের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

"পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।"

এই প্রবাদের মাধ্যমে পরিশ্রমের মাধ্যমে সফলতা অর্জনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। পরিবারে শিশুদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রবাদ-প্রবচনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সহজ ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় শিশুরা এগুলো সহজে গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও প্রবাদ-প্রবচন শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করতে সহায়তা করে। তবে সব প্রবাদ-প্রবচনকে বর্তমান সময়ের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা প্রয়োজন। কারণ কিছু প্রবাদ নির্দিষ্ট সামাজিক বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হয়েছে, যা বর্তমান সমাজে ভিন্নভাবে মূল্যায়িত হতে পারে।

প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের পদ্ধতি

প্রবাদ-প্রবচন মূলত লোকমুখে প্রচলিত ভাষার সম্পদ। তাই এগুলো সংগ্রহের জন্য মানুষের মুখের ভাষা ও সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রতি গুরুত্ব দিতে হয়।প্রবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়–প্রথমত, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ। গ্রামের প্রবীণ মানুষ, কৃষক, শ্রমজীবী ও বিভিন্ন পেশার মানুষের কাছ থেকে প্রচলিত প্রবাদ সংগ্রহ করা যায়। দ্বিতীয়ত, সাক্ষাৎকার গ্রহণ। কোনো অঞ্চলের মানুষের কাছ থেকে প্রবাদ সংগ্রহের পাশাপাশি এর অর্থ, ব্যবহার ও উৎস সম্পর্কেও তথ্য নেওয়া যায়। তৃতীয়ত, লোকসাহিত্য ও পুরোনো গ্রন্থ পর্যালোচনা। বিভিন্ন লোকসাহিত্য, সাহিত্যকর্ম ও অভিধানে সংরক্ষিত প্রবাদ সংগ্রহ করা যায়। চতুর্থত, প্রবাদ শ্রেণিবিন্যাস করা। সংগৃহীত প্রবাদ বিষয় অনুযায়ী ভাগ করলে এগুলো ব্যবহার ও গবেষণার জন্য সহজ হয়। প্রবাদ সংরক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিও ব্যবহার করা যেতে পারে। ডিজিটাল আর্কাইভ, অনলাইন অভিধান ও গবেষণামূলক সংকলনের মাধ্যমে প্রবাদ-প্রবচনকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

প্রবাদ-প্রবচন শেখার গুরুত্ব

প্রবাদ-প্রবচন শেখা শুধু পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়; এটি ভাষাজ্ঞান ও চিন্তাশক্তি বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রথমত, প্রবাদ-প্রবচন শিক্ষার্থীদের শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করে। এর মাধ্যমে তারা ভাষার গভীর অর্থ ও সূক্ষ্ম ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। দ্বিতীয়ত, প্রবাদ-প্রবচন সুন্দর ও কার্যকরভাবে ভাব প্রকাশের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। লেখালেখি, বক্তৃতা ও আলোচনায় যথাযথ প্রবাদ ব্যবহার করলে বক্তব্য আরও শক্তিশালী হয়। তৃতীয়ত, প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষের জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। চতুর্থত, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, সৃজনশীল লেখা এবং একাডেমিক আলোচনায় প্রবাদ-প্রবচনের জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পঞ্চমত, প্রবাদ-প্রবচন মানুষের চিন্তাকে বিশ্লেষণধর্মী করে তোলে। একটি ছোট বাক্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকা গভীর অর্থ অনুধাবনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

প্রবাদ-প্রবচনের উদাহরণ: বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর। গায়ে মানে না আপনি মোড়ল।

বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিস্তারিত প্রবাদ-প্রবচনের বিবরণ নিম্নরূপ

অ

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট (বেশি লোকের সমাগমে আসল কাজ পন্ড): সবাই মিলে মাতব্বরি করতে গেলে আসল কাজ হবে না; শেষ পর্যন্ত অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হবে।

অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী (সামান্য জ্ঞান বিপজ্জনক): সামান্য কিছুদিন কাজ শিখে সবকিছু জেনে ফেলার ভাব দেখাচ্ছ; জানো তো অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী।

অতি চালাকের গলায় দড়ি (বেশি চালাক হলে বিপদে পড়তে হয়): সে লেখাপড়া না করে ভালো ছাত্রের ভান করেছিল কিন্তু শিক্ষকের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি, পেয়েছে শূন্য; একেই বলে অতি চালাকের গলায় দড়ি।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ (ভক্তি বেশি দেখালে তার পেছনে অসৎ উদ্দেশ্য থাকে বলে মনে করা হয়): 'রাজা বললেন, নতুন ভৃত্য কখনো প্রভুর আদেশের অতিরিক্ত করতে পারে না।' শকুন্তলা বললেন, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

অতি লোভে তাতি নষ্ট (বেশি লোভে ক্ষতি হয়): চাকরিতে তৃপ্তি পায়নি, ভেবেছিল ব্যাবসা করবে, শেষ পর্যন্ত লোকসান করে ফতুর; অতি লোভে তাঁতি নষ্ট কথাটা হাড়ে হাড়ে লেগেছে।

অতি দর্পে হত লঙ্কা (অহংকার পতনের মূল): বেশি বাহাদুরি কোরো না; শেষে অতি দর্পে হত লঙ্কা ঘটবে।

অভাবে স্বভাব নষ্ট (অভাবে পড়লে অনেক সময় ভালো লোকও খারাপ হয়ে যায়): এবারের মতো ওকে মাপ করো; ও স্বভাব–চোর নয়, ওর অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়েছে।

অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস (চর্চাহীন থাকলে অর্জিত জ্ঞানও হ্রাস পায়): পাশ করার মাত্র দুই বছরের মধ্যেই ছেলেটি পড়াশোনা প্রায় ভুলে গেছে– আসলে অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস পায়।

অতি বাড় বেড়ো নাকো, ঝড়ে পড়ে যাবে (অহংকার বেশি করতে গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী): ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে রানা যা খুশি তাই করতে গিয়ে তার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের গোপন সূত্র ফাঁস হয়ে পড়েছে। কথায় বলে না– অতি বাড় বেড়ো নাকো, ঝড়ে পড়ে যাবে।

অর্থই অনর্থের মূল (অর্থলোভ কুকর্মের সহায়ক): হঠাৎ ধনী হওয়ায় টাকার কাছে তার নীতিও যেন হার মেনেছে– আসলে অর্থই অনর্থের মূল।

অসারের তর্জন-গর্জন সার (গুণহীনের ব্যর্থ আস্ফালন): কোনো কাজই ঠিকমতো করে না, এ তো দেখছি অসারের তর্জন-গর্জন সার।

অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর (শোক কম হলে দুঃখ ভারাক্রান্ত আর বেশি হলে বাক্‌রহিত হতে হয়): একমাত্র নয়নের মণিকে হারিয়ে বিধবা মা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। একেই বলে– অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর।

অহিংসাই পরম ধর্ম (দয়াই পরম ধর্ম): কাউকে আঘাত দিয়ে নয় বরং অহিংসাই পরম ধর্ম; এই নীতিতে এগিয়ে যাওয়া সকলের উচিত।

অতি চতুরের ভাত নাই, অতি সুন্দরীর ভাতার নাই (কোনো কিছুর বাড়াবাড়ি ভালো নয়): টেস্ট পরীক্ষায় ভালো করেছ বলেই বেশি অহংকার কোরো না, জানো তো– অতি চতুরের ভাত নাই, অতি সুন্দরীর ভাতার নাই।

অতি চোর পাতি চোর, হতে হতে সিঁদেল চোর (সামান্য থেকে গুরুতর অপরাধ): ছেলেকে এখনো শাসন করছ না, একদিন বুঝবে সে অতি চোর পাতি চোর, হতে হতে সিঁদেল চোর হয়েছে।

আ

আপ ভালো তো জগৎ ভালো (নিজে ভালো তো সকলে ভালো): দশজনে যা-ই বলুক না কেন নিজে ঠিক থাকলেই হলো, আপ ভালো তো জগৎ ভালো।

আস্তাকুঁড়ের পাতা কখনো স্বর্গে যায় না (হেয় ব্যক্তির ভদ্রসমাজে বসবাস অসম্ভব): দারুণ কোন্দলে, অল্পদিনেই তার স্বরূপ প্রকাশ পেল; আরে বাবা আস্তাকুঁড়ের পাতা কখনো স্বর্গে যায় না।

আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায় (অপরকে আচরণ শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে নিজেকে সেই আচরণে অভ্যস্ত হতে হয়): অপরকে শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে মনে রাখতে হবে আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়।

আপন চেয়ে পর ভালো (অপ্রত্যাশিত কারও সাহায্য লাভ): বিপদে পড়ে বুঝলাম আত্মীয়স্বজন কেউ কাজে আসে না, যাকে চিনি না, জানি না, শেষে তিনিই করলেন উপকার– একেই বলে আপন চেয়ে পর ভালো।

আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া (দুর্লভ বস্তু নাগালে পাওয়া): হারানো ছেলে ফিরে পেয়ে মা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।

আপনার নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা (নিজের ক্ষতি করেও অপরের অনিষ্ট করা): রহমান সাহেব তার স্কুলপড়ুয়া মেয়েকে করিম সাহেবের স্কুলপড়ুয়া ছেলের পেছনে লাগিয়ে দিয়ে আপনার নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করলেন।

আপন কোলে ঝোল টানা (নিজের স্বার্থকেই বড়ো করে দেখা): আপন কোলে ঝোল টানতে যারা অভ্যস্ত, তাদের দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না।

আপন চরকায় তেল দাও (কেউ অনধিকার চর্চা করলে, তাকে এ কথা বলে সতর্ক করা হয়): পরের সমালোচনা করে লাভ কী, আপন চরকায় তেল দাও।

আপন ঢাক আপনি বাজানো (আত্মপ্রশংসা করা): কাজের বেলায় কোনো কিছুই করার ক্ষমতা নেই কিন্তু নিজের গুণ বলে বেড়ানোই যেন তার প্রধান কাজ– একেই বলে আপন ঢাক আপনি বাজানো।

আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নেওয়া (অনধিকারীর কৌতূহল অবাঞ্ছনীয়): কে, কোথায় গেল; কে, কখন আসলো; এ ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই; আমার আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নিয়ে লাভ কী?

আপনি বাঁচলে বাপের নাম (সবার আগে নিজের স্বার্থ বড়ো করে দেখা): আগে তো নিজেরটা দেখি, পরে তোর বিষয়ে ভাবব; জানিস তো আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

আগে দর্শনদারি পরে গুণ বিচারী (বাহ্যিক সৌন্দর্য দ্বারাই মানুষ প্রথম আকৃষ্ট হয়): নিজের দিকে নজর দাও, জানো তো আগে দর্শনদারি পরে গুণ বিচারী।

আসলে মুষল নেই, ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া (উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অভাব): নিজের ঘর না সামলিয়ে পরের ব্যাপারে ভাবছ; আসলে মুষল নেই, ঢেঁকি ঘরে চাঁদোয়া।

আমড়া গাছে আম হয় না (মন্দ স্বভাবের লোকের কাছে ভালো ব্যবহার আশা করা যায় না): সুদখোরের ছেলেকে বিশ্বাস করে ভুলই করেছি– আমড়া গাছে আম হয় না।

আপনি শুতে ঠাঁই নেই, শঙ্করাকে ডাকে (অন্যের দয়ায় জীবনধারণ করে আবার অন্যকে সাহায্য করার চেষ্টা): নিজে খেতে ভাত পায় না আবার আরেকজনকে ধরে এনেছে– আপনি শুতে ঠাঁই নেই, আবার শঙ্করাকে ডাকে।

আঙুল ফুলে কলাগাছ (অবিশ্বাস্য উন্নতি): আজকাল পারমিটের ব্যাবসা করে অনেকেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।

আঙুর ফল টক (পান না তাই খান না): নিজের পছন্দ করা পোশাক পাওনি বলে আরেকজনেরটার বদনাম করছ– এজন্যই তো বলে আঙুর ফল টক।

আপন পায়ে কুড়াল মারা (নিজের ক্ষতি নিজে করা): পড়াশোনা না করে বাজে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে, আপন পায়ে কুড়াল মারবে।

আরশির মুখে পড়শিকে দেখি (নিজে যেমন, অন্যকেও তেমন ভাবা): নিজে খারাপ বলে বাকি সবাইকেও তাই ভাবে– একেই বলে আরশির মুখে পড়শিকে দেখি।

আমে দুধে এক হলো, আঁটি খোসা পড়ে র'ল (যারা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গেলে অন্যরা অবাঞ্ছিত বলে গণ্য হয়): দুপক্ষের যোগাযোগের বেলায় আমি, কিন্তু সেই আমিই নিমন্ত্রণে বাদ! এ তো দেখি– আমে দুধে এক হলো আঁটি খোসা পড়ে র'ল।

আকাশে ফাঁদ পেতে বনের পাখি ধরা (বৃথা চেষ্টা): টাকাপয়সাই নেই, আবার সে করবে ইলেকশন; এ তো দেখছি আকাশে ফাঁদ পেতে বনের পাখি ধরা।

ই

ইল্লত যায় না ধুলে স্বভাব যায় না মলে (ধোয়ার পর অপরিষ্কার জিনিস পরিষ্কার হয়, কিন্তু স্বভাবের কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন হয় না): আবার সে চুরি আরম্ভ করেছে, কথায় বলে না– ইল্লত যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মলে।

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় (ইচ্ছা করলে যেকোনো কাজ সম্পন্ন করা যায়): চেষ্টা করে যাও, টাকাপয়সা একদিন রোজগার করতে পারবেই, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।

ইটটি মারলে পাটকেলটি খাবে (যেমন ব্যবহার করবে, তেমনটিই ফল পাবে): মৌমাছির চাকে নাড়া দিয়েছ আর কামড় খাবে না, এ তো হয় না; জানো না– ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

ইঁদুরে চেনে না ভাগবত পুথি (মূর্খ ব্যক্তি গুণীর গুণ, মানীর মান বুঝে না): বিশুর কথায় কিছু মনে করবেন না। ওই মূর্খ আপনার কদর বুঝবে না, কথায় আছে– ইঁদুরে চেনে না ভাগবত পুথি।

ইঁদুর গর্ত খুঁড়ে মরে, সাপ এসে দখল করে (একজন খাটে, অন্য একজন তা উপভোগ করে): ভগ্নিপতির টাকায় শ্যালকের ব্যাবসা-বাণিজ্য সব হয়েছে, অথচ আজ ভগ্নিপতি টাকার অভাবে মানুষের দ্বারে দ্বারে; কথায় আছে না– ইঁদুর গর্ত খুঁড়ে মরে, সাপ এসে দখল করে।

উ, ঊ

উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায় (ভবিষ্যতের আভাস শুরুতেই মেলে): রিনির ব্যক্তিত্ব দেখেই বোঝা যায় সে ভবিষ্যতে অনেক বড়ো হবে– কথায় আছে না, উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়।

উচিত কথায় বন্ধু বেজার (হক কথা বললে বন্ধুও রুষ্ট হয়): ভালো কথা তো তোমার ভালো লাগবেই না, কারণ উচিত কথায় বন্ধু বেজার।

উলুবনে মুক্তা ছড়ানো (অপাত্রে মূল্যবান বস্তু দান): দুষ্টু ছেলেদের উপদেশ দেওয়া আর উলুবনে মুক্তা ছড়ানো একই কথা।

উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে (একের দোষ অন্যের ঘাড়ে দেওয়া): বড়ো সাহেব ঘুস খেয়ে কেরানিকে দোষারোপ করলেন; একেই বলে উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে।

উঠল বাই তো মক্কা যাই (ঝোঁকের বশে হঠাৎ কিছু করা): বইটা পাওয়া যাবে শুনে, এখন এই রাতে কিনতে ছুটবে– তোমার যে দেখি উঠল বাই তো মক্কা যাই।

উড়ে এসে জুড়ে বসা (যার ন্যায়সংগত কোনো দাবি নেই, সে দাবি জানালেই এ প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়): আমরা বেশ ভালো ছিলাম। তুমি হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলে বলো তো?

উড়ে এলো চিল, জুড়ে বসল বিল (হঠাৎ দখল করা): কলেজে আসলোই সেদিন, অথচ মেয়েদের সঙ্গে দারুণ ভাব– এ তো দেখছি উড়ে এলো চিল, জুড়ে বসল বিল।

উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ (নাগালের বহির্ভূত জিনিস দানে ব্যবহৃত): রফিক সাহেব অনাদায়ী পাওনা টাকাটা পাড়ার ক্লাবে দান করলেন; উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ আর কী?

উজাড় বনে শিয়াল রাজা (উপযুক্ত লোক না থাকলে বাজে লোক প্রাধান্য পায়): সাহিত্য সম্বন্ধে তিল পরিমাণ জ্ঞান নেই, অথচ তিনিই আজ এই কবিতা পাঠের আসরের নেতা, একেই বলে উজাড় বনে শিয়াল রাজা।

উঠি উঠি করে শুই, উঠতে লাগে দিন দুই (অলসের বদ স্বভাব): অমন উঠি উঠি করে শুই, উঠতে লাগে দিন দুই হলে পরীক্ষায় পাশ তোমার ভাগ্যে জুটবে না।

ঊনো বর্ষায় দুনো শীত (অল্প বর্ষায় বেশি শীত/অল্প কাজে অধিক লাভ): এ বছর বৃষ্টি কম হচ্ছে, তাই শীতকালে বেশি শীত পড়বে। কথায় আছে না– ঊনো বর্ষায় দুনো শীত।

ঊনো ভাতে দুনো বল (অল্প আহারে শক্তি বৃদ্ধি): দীপক অল্প আহার করে, তাইতো তার ঊনো ভাতে দুনো বল।

এ

একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর (এক বিপদ কাটতে না কাটতে আরেক বিপদ): বিজয়ের বাবা মারা না যেতেই মা মারা গেল– এ যেন একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর।

এগুলে সর্বনাশ, পিছুলে নির্বংশ (উভয়সংকট): মামা বলেন কারবার দেখতে, আর বাবা মোটা টাকার চাকরি ছাড়তে বারণ করেন, কোন দিক রাখি– আমার হয়েছে এগুলে সর্বনাশ পিছুলে নির্বংশ।

এক ঢিলে দুই পাখি মারা (একসজ্ঞো দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা): রহিম রথ দেখতে গিয়ে কলা বিক্রি করল, এ যেন এক ঢিলে দুই পাখি মারা।

এক মাঘে শীত যায় না (বিপদ একবারে কাটে না): ভেবেছ এবারে সমাধান হয়ে গেল আর আসতে হবে না, মনে রেখো এক মাঘে শীত যায় না।

এক কড়ার মুরোদ নেই, ভাত মারার গোসাই (আয় না করে ব্যয় করা): বাবুল ডিগ্রি নিয়েও ঘরে বসে অন্ন ধ্বংস করছে। তাকে দেখলেই পরিবারের কর্তা রাগত স্বরে বলেন, এক কড়ার মুরোদ নেই, ভাত মারার গোসাই।

এ বেড়ালই বনে গেলে বনবিড়াল হয় (পরিবেশে স্বভাব/অভ্যাস বদলে যায়): ঘরের কাজকর্মে মনোযোগ নেই বলে মেয়ের ওপর রাগ করছ, আরে এ বেড়ালই বনে গেলে বনবিড়াল হয়; বিয়ের পর দেখে নিয়ো এই মেয়েই সবকিছু মানিয়ে নেবে।

এক হাতে তালি বাজে না (এক পক্ষ বিবাদ সৃষ্টি করে না): স্কুলঘরে দুই বন্ধুই ঝগড়া বাধিয়েছে, কারণ এক হাতে তালি বাজে না।

এক কাঠি সরেস (তুলনায় বেশি খারাপ): তোমার বাচ্চা তো কিছু হলেও খায়, কিন্তু আমার বাচ্চা তো না খেতে পেলেই খুশি। ও তো এক কাঠি সরেস, খাওয়ার নাম শুনলেই পালিয়ে বাঁচে।

এক পয়সা নাই থলিতে, লাফিয়ে বেড়ায় তবু গলিতে (অন্নের সংস্থান নাই অথচ বাইরের জাঁকজমক আছে): বাইরের চাকচিক্য দেখে তার সজ্ঞো বোনের বিয়ে দেওয়া যাবে না তার অবস্থা অনেকটা– বরং এক পয়সা নাই থলিতে, লাফিয়ে বেড়ায় তবু গলিতে।

এক মুরগি দুবার জবাই (কোনো লোকের নিকট থেকে দুবার কিছু আদায় করা): সুনীলের কাছে আবার টাকা চাইতে পারব না, কারণ এক মুরগি দুবার জবাই হয় না।

একতাই বল (সবাই মিলেমিশে থাকলে শক্তি বৃদ্ধি পায়): ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া কোরো না, মিলেমিশে থাকো। জানো তো– একতাই বল।

ও

ওল বলে মানকচু তুমি বড়ো লাগো (নিজের দোষ ঢেকে অন্যকে গালমন্দ করা): স্বভাবে শ্বশুর-জামাই একই রকমের হলেও একে অপরকে সর্বদাই দোষারোপ করে; এ যেন ওল বলে মানকচু তুমি বড়ো লাগো।

ওপরে চেকন-চাকন, ভেতরে খ্যাড় (অন্তঃসারশূন্য): দেখে মোটেই বোঝার উপায় নেই; তার ওপরে চেকন-চাকন, ভেতরে খ্যাড়।

ওস্তাদের মার শেষ রাতে (দক্ষ লোক শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়): যত ইচ্ছে করো, তবে জেনে রেখো– ওস্তাদের মার শেষ রাতে।

ক

কোথা যাও গোপাল, সজ্ঞো যাবে কপাল (অদৃষ্ট চিরসজ্ঞী): নিজের বাড়িতে ডেঙ্গু দেখে আবুল গ্রামে পালাল কিন্তু সেখানেও তার ডেঙ্গু হলো– এ যেন কোথা যাও গোপাল, সজ্ঞো যাবে কপাল।

কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ (একই ঘটনায় কারও বিরাট লাভ আর কারও চরম ক্ষতি): ভাইয়ের বিয়েতে যৌতুক নেবে ঠিকই কিন্তু বোনের বিয়েতে সব দিতে হলো, দেখো কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ।

কয়লা ধুলে ময়লা যায় না (শত চেষ্টা করেও মন্দ স্বভাবের পরিবর্তন হয় না): সারাজীবন যেভাবে কাটাল, এখন কি আর উপদেশে কাজ হবে? কারণ কয়লা ধুলে ময়লা যায় না।

কচ্ছপের কামড় (নাছোড়বান্দা হয়ে কিছুর জন্য লেগে থাকা): কিপটে বুড়োর সজ্ঞো থেকে থেকে একেবারে ৫০০ টাকা চাঁদা আদায় করে ফেলল, একেই বলে কচ্ছপের কামড়।

কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস (ছোটোকাল শিক্ষার সময়, বড়ো বয়সে সম্ভব নয়): সময়মতো মানুষ করার চেষ্টা করোনি, এখন আর তা করে কী হবে– কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস।

কানা-ছেলের নাম পদ্মলোচন (অযোগ্যের বিপরীত নামকরণ): স্বভাবে যা-ই হোক, মা আদর করে তার কানা-ছেলের নাম রেখেছেন পদ্মলোচন।

কত ধানে কত চাল (অভিজ্ঞতা দিয়ে জানা): আমার জায়গায় এসে কম টাকায় সুন্দর করে সংসারটা চালাও, তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা (কষ্টের ওপর অধিক কষ্ট): জানোই তো ফেল করেছি, তাও সবাই কানাকানি করছ। এটা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা ছাড়া আর কী?

কাকের মাংস কাকে খায় না (স্বজন বা সগোত্রের প্রতি অনুরাগ): মোড়ল ভালো মানুষ হলেও নিজের ভাইপোকে শাস্তি দেবেন না; আসলে কাকের মাংস কাকে খায় না।

কষ্ট না করলে কেস্ট মেলে না (পরিশ্রম না করলে সফলতা আসে না): পড়াশোনায় মনোযোগ দাও। একটু কষ্ট হলেও ফল ভালো হবে। কেননা কষ্ট না করলে কেস্ট মেলে না।

কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো (নিজেকে সংশ্লিষ্ট না করা): দুই ভাইয়ের ঝগড়ায় কেউ থাকতে চায় না– এ যেন কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো অবস্থা।

কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরালেই পাজি (স্বার্থসিদ্ধির পরে গুরুত্ব না দিয়ে এড়িয়ে চলা): তোমাকে চিনতে কারও বাকি নেই, তুমি তো কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরালেই পাজি।

কথায় চিঁড়ে ভিজে না (ফাঁকা প্রতিশ্রুতি অর্থহীন): কথা অনেক শুনেছি, এখন টাকা ছাড়ো। জানো না, কথায় চিঁড়ে ভিজে না।

কাকের বাসায় কোকিলের ছা, জাতস্বভাবে করে রা (জন্মগত অভ্যাস পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য): সব চোর তো আর রত্নাকর নয় যে, স্বভাব বদলাবে। তাইতো বলি– কাকের বাসায় কোকিলের ছা, জাতস্বভাবে করে রা।

কাঙালের কথা বাসি হলে ফলে (সাধারণের পরামর্শও উপকারে আসে): আমি ভাই সাধারণ মানুষ বলে আমার কথা শুনলে না, দেখো এখন ঠগবাজটার কথা শুনে কেমন বিপদে পড়লে; কাঙালের কথা বাসি হলে ফলে।

কইয়ের তেলে কই ভাজা (পরের ওপর দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার): মিল্টন সাহেবকে ঠকাবে তা হবে না, সে তো কইয়ের তেলে কই ভাজার লোক।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা (শত্রু দিয়ে শত্রু নাশ): তামিম তোমার সঙ্গে না পেরে, তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার ক্ষতি করল, একেই বলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়া (সামান্য ঘটনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়া): সামান্য একটি বিষয় জানতে গিয়ে তো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এলো, এ যে দেখছি কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ল।

কনের ঘরে পিসি, বরের ঘরে মাসি (উভয়কে লেলিয়ে দিয়ে স্বার্থ উদ্ধারকারী): দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে পাশে বসে মজা দেখছ, তুমি তো দেখছি কনের ঘরে পিসি, বরের ঘরে মাসি।

কতই না দেখব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার (উত্তম বেশভূষায় অধম লোক): চোরের ছেলের মাতব্বরি; কতই না দেখব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

খ

খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি (কাজের চেয়ে আড়ম্বর বেশি): বোনের বিয়েতে লোক এসেছে পঞ্চাশজন কিন্তু আয়োজন ১০০ জনের– এ যেন খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি।

খুটির জোরে ভেড়া নাচে (শক্তিময়ের সাহায্যে শক্তি বৃদ্ধি হয়): বড়ো সাহেবের দেশি লোক বলেই সে কাউকে গ্রাহ্য করে না, এজন্যই তো খুঁটির জোরে ভেড়া নাচে।

খোদার মার দুনিয়ার বার (প্রাকৃতিক কারণে যা ঘটে, তা রোধ করার শক্তি মানুষের নেই): মানুষ মানুষের সামান্য একটু ক্ষতি করলেই তার জন্য ক্ষতিপূরণ চায়; অথচ বন্যার কারণে দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হলেও কারও কিছু করার সাধ্য নেই; একেই বলে খোদার মার দুনিয়ার বার।

খাল কেটে কুমির আনা (নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনা): অতি চতুর ব্যক্তিকে ঘরে ঠাঁই দেওয়া মানে, খাল কেটে কুমির আনা।

খালি কলসির বাজনা বেশি (মূর্খ লোকদের বিদ্যার আস্ফালন বেশি): জানে কম, অথচ উনি বলেন অনেক বেশি। এজন্যই তো প্রবাদ আছে– খালি কলসির বাজনা বেশি।

গ

গাছে কাঠাল গোঁফে তেল (কার্যারম্ভের পূর্বে ফল উপভোগের ব্যবস্থা): আগে কাজ শুরু করো, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল মেখে লাভ নেই।

গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না (স্বদেশে গুণীর কদর নেই): রহিমের অবস্থা যেন গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি (কাজ শুরুর কালেই ফললাভ): পরীক্ষা দিতে না দিতেই ফলের আশা করছ– এ যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল (স্বঘোষিত নেতা): তার প্রতি কারও সমর্থন নেই; তবুও সে গায়ে মানে না অপনি মোড়ল সেজে বসে আছে।

গাছেরও খায় তলারও কুড়ায় (সবকিছু আত্মসাৎ করা): গামের উন্নতির আশা করা কঠিন; কারণ, সমাজপতিরা গাছেরও খায় তলারও কুড়ায়।

গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া (প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাহায্য না করা): অসীম বাবু গাছে তুলে মই কাড়তে ওস্তাদ; কত লোককেই যে সে ডোবালো।

গোবরে পদ্মফুল (নীচ বংশে মহতের জন্ম): গরিব ঘরে জন্মেও আজ সে এত বড়ো অফিসার, এ যেন গোবরে পদ্মফুল।

গোদের ওপর বিষফোঁড়া (ঝামেলার ওপর আরও ঝামেলা): একে তো সর্দিকাশি, তার ওপর কাল থেকে শুরু হয়েছে দাঁত ব্যথা; এ যেন গোদের ওপর বিষফোঁড়া।

গোরু মেরে জুতো দান (গুরুতর ক্ষতি করে কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ): মেয়েটার বিয়ে ভেঙে দিয়ে এখন এসেছ সহানুভূতি দেখাতে; একেই বলে গোরু মেরে জুতো দান।

গাড়ির ওপর নাও, নাওর ওপর গাড়ি (কারও অবস্থা সবসময় সমান যায় না): গরিব বলে অবহেলা করো, জানো– একদিন গাড়ির ওপর নাও, নাওর ওপর গাড়ি উঠতে পারে।

ঘ

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া (ওপরওয়ালাকে পাশ কাটিয়ে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা): শ্রেণিশিক্ষকের পাশ কাটিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে যাওয়ায় শ্রেণিশিক্ষক এত ক্ষুব্ধ হলেন যে, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার জন্য করিমের ছুটি আটকে রইল।

ঘটি ডোবে না, নামে তালপুকুর (সামান্যের অসামান্য প্রচার): সবকিছু হারিয়ে একমাত্র বাড়ি আছে তাতেই এত বড়াই; কথায় বলে ঘটি ডোবে না, নামে তালপুকুর।

ঘাটে এসে নৌকা ডোবা (কর্মসমাপ্তির পূর্বেই সব শেষ হওয়া): সারা বছর পড়ে বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করেছ– এ যেন ঘাটে এসে নৌকা ডোবা।

ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায় (বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি): জলোচ্ছ্বাসে জানমাল নষ্ট হওয়ার পর থেকে উপকূলের লোকজন বিপদ্‌সংকেত শুনলেই নিরাপদ স্থানে চলে যায়– ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে যেমন ডরায় এদের অবস্থা তেমন।

ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখোনি (লোভনীয় ব্যাপারের আড়ালে বিপদ): একবার চুরি করেছ কিছু বলিনি, আবার সেপথে পা বাড়িয়েছ– বলি ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখোনি।

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো (নিজের ক্ষতি করে অপরের উপকার সাধন): আমি বিনা বেতনে কোচিং করাতে পারব না, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো আমার কাজ নয়।

ঘরের শত্রু বিভীষণ (অভ্যন্তরীণ শত্রু): সবার কাছে সব কথা বলতে নেই, জানো তো ঘরের শত্রু বিভীষণ।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া (বড়ো বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ): মিথ্যা অপবাদ থেকে রেহাই পাওয়ায় রাশেদের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।
ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা (কাম্যবস্তুকে অবহেলা করা): এমন সুযোগের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলো না।
ঘোমটার ভেতর খেমটা নাচ (বাইরে সাধুর বেশ, ভেতরে নষ্টামি): এখনো সহ্যের সীমা পার হয়নি, তাই তার ঘোমটার ভেতর খেমটা নাচটা বন্ধ করতে বলুন।

চ

চাচা আপন প্রাণ বাচা (সবার আগে নিজের মঙ্গল দেখা): আগে নিজে মুক্ত হই, তারপর অন্যের কথা ভাবা যাবে, কথায় বলে– চাচা আপন প্রাণ বাচা।
চোখে সরষে ফুল দেখা (বিপদে পড়ে দিশেহারা বোধ করা): সারা বছর পড়াশোনা না করায় পরীক্ষার হলে গিয়ে সে চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল।
চোরে চোরে মাসতুতো ভাই (অসজ্জনের সঙ্গে অসজ্জনেরই ভাব গড়ে ওঠে): ক্যাডাররা যে দলেরই হোক ভেতরে ভেতরে তারা সবাই কিন্তু এক– সবাই চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।
চকচক করলেই সোনা হয় না (বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকৃত পরিচায়ক নয়): আচরণ এবং ব্যবহার দেখে মনে হয় লোকটা ভালো কিন্তু সত্যি বলতে কি, চকচক করলেই সোনা হয় না।
চেনা বামুনের পৈতা লাগে না (পরিচিত ব্যক্তিকে নতন করে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না): ড. ইউনূসকে কে না চেনে? চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না।
চোরের ওপর বাটপাড়ি (প্রতারককে প্রতারণা): বিমানবন্দরে আটক করা কয়েক কেজি সোনা বিমানের কিছু অসাধু কর্মকর্তা–কর্মচারী গায়েব করে ফেলেছেন। এ যে দেখছি চোরের ওপর বাটপাড়ি।
চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনি (অসৎ ব্যক্তি ভালো উপদেশ গ্রহণ করে না): স্কুল ফাঁকি দেওয়া ছাত্রদের আজকাল অভ্যাস হয়ে গেছে; উপদেশ দিয়ে কাজ হবে না; চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনি।
চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে (ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সেটি এড়ানোর পথ পাওয়া): মাসের পর মাস দোকানের ক্যাশবাক্সের হিসাবের গরমিলের পর এখন একাই দোকান সামলাও– একেই বলে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
চাঁদেরও কলঙ্ক আছে (যোগ্য ব্যক্তিও ত্রুটিমুক্ত নন): মেধাবী ছাত্রী স্নেহা অসুন্দর বলে ভালো বর পাবে না এটা ঠিক নয়, মনে রাখতে হবে চাঁদেরও কলঙ্ক আছে।
চালুনি বলে ছুঁচ তোর দেখি ছ্যাঁদা (দোষী হয়েও অন্যের সামান্য ত্রুটির সমালোচনা করা): নিজের জীবন হাজারটা ভুলে ভরা, সে আবার অন্যের ভুল ধরে– এ তো চালুনি বলে ছুঁচ তোর দেখি ছ্যাঁদা।
চোরের মার বড়ো গলা (দোষ ঢেকে সাধু সাজার চেষ্টা করা): এত বড়ো অন্যায় করে আবার গলাবাজি করছ– একেই বলে চোরের মার বড়ো গলা।
চোখ থাকতে কানা (কোনো জিনিস দেখেও না দেখা): ভাই, অনেক অত্যাচার সহ্য করি, কিছুই করার নাই; বলা যায় চোখ থাকতে কানা।

ছ

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো (সকল কাজের সহায় অথচ সকলের অবহেলিত): জানি তো শেষ পর্যন্ত ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো; আমারই ডাক পড়বে কাজটা তুলে দেওয়ার জন্য।
ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি (অবাঞ্ছিত বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা): অনেক দিন নষ্ট করেছ তুমি– আর তোমাকে কাজ করতে হবে না; এখন ছেড়ে দে মা কেদে বাচি।
ছেলের হাতের মোয়া (অনায়াসলভ্য বস্তু): চেষ্টা না করেই সফল হতে চাও, এ যেন ছেলের হাতের মোয়া।
ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা (অসম্ভব কল্পনা করা): আজকাল বিনা অর্থে চাকরির চেষ্টা করা– এ যেন ছেঁড়া কাথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।

ছাগল দিয়ে ধান মাড়ানো (অযোগ্যকে দায়িত্ব দিয়ে কাজ হাসিল হয় না): ইকবাল সাহেবের হয়েছে ছাগল দিয়ে ধান মাড়ানো অবস্থা, যত সব অযোগ্য লোকের ওপর নির্ভর করেই অফিস চালাতে হচ্ছে।

ছোটো মুখে বড়ো কথা (ছোটোদের দ্বারা বা অযোগ্য লোক দ্বারা সম্মানী লোকের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা): সুমন চুপ করে থাকো, তোমার ছোটো মুখে এমন বড়ো কথা মানায় না।

ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ (সামান্য প্রাপ্তির জন্য বড়ো ধরনের দুষ্কর্মে লিপ্ত হওয়া): সামান্য কিছু টাকার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ কোরো না।

ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না গায় (উপেক্ষণীয় লোকের কথায় গুরুত্ব দিতে নেই): আরে ও একটা ফালতু লোক। ওর কথায় কী কান দাও– আসলে ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না গায়।

ছুঁচ হয়ে সেঁধোয়, ফাল হয়ে বেরোয় (সামান্য সুযোগে অনেক আদায় করে): আগেই বলেছিলাম ওই নষ্ট ছেলেকে ঘরে জায়গা দিয়ো না, এখন তো বুঝলে– ছুঁচ হয়ে সেঁধোয়, ফাল হয়ে বেরোয়।

জ

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ (উভয়সংকট): এদিকে সন্ত্রাসী ওদিকে সর্বহারা; দু'দিকেই আমার বিপদ– এ যে দেখছি জলে কুমির ডাঙায় বাঘ।

জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে– তিন বিধাতা নিয়ে (যার ওপর মানুষের কিছু করার নেই): বাবার মৃত্যুতে ভেঙে পড়লে চলবে না; কথায় বলে জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে– তিন বিধাতা নিয়ে।

জাতে মাতাল তালে ঠিক (বেহিসাবির মতো দেখালেও প্রকৃতপক্ষে হিসাবি): মনির সারাদিন আড্ডা দিলেও ভেতরে ভেতরে তার লেখাপড়া ঠিক রাখছে। আসলে সে জাতে মাতাল তালে ঠিক।

জ্বলন্ত আগুনে ঘি দেওয়া (উত্তেজনা বৃদ্ধি করা): একে তো তর্কাতর্কির জন্য অধ্যক্ষ সাহেব রেগে আছেন, তার ওপর নোটিশ বোর্ডের কাচ ভেঙেছ, জ্বলন্ত আগুনে ঘি দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

জোঁকের মুখে নুন (উচিত কথা বলে উদ্ধত ব্যক্তিকে চুপ করানো): সব কথাতেই ফারুক সবাইকে বড়ো বড়ো কথা শোনায়। মেজো ভাই, আজ তাকে বাগে পেয়ে বেশ কিছু শুনিয়ে দিয়েছে, একেবারে জোঁকের মুখে নুন পড়েছে।

জোর যার মুল্লুক তার (শক্তিশালীরাই টিকে থাকে): সমাজের বুকে এখনো জোর যার মুল্লুক তার নীতিই প্রতিষ্ঠিত।

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ (ছোটো-বড়ো যাবতীয় কাজ করা): তোমার জন্য এমন একজন লোক খুঁজে বের করতে হবে, যাকে দিয়ে তুমি জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ– সকল কাজ করাতে পারবে।

জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করা (প্রভুত্ব অস্বীকার করে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া): বুঝলে উপেন, জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করা মূর্খের কাজ।

জলে তেলে মিশ খায় না (বিপরীত প্রকৃতির লোকের মিলন হয় না): প্রেম করেছ বলেই ঠিক আছে, নইলে তো ব্রাহ্মণের মেয়ে আর শূদ্রের ছেলে, এতে জলে তেলে মিশ না খাওয়ারই কথা।

জুতো মেরে গোরু দান (প্রথমে অপমান করে পরে সান্ত্বনা): সেদিন তোমার বড়ো ভাইয়ের সামনেই অপমান করলে, আজ আবার এত ভালোবাসা– জুতো মেরে গোরু দান করতে এসেছ।

ঝ

ঝিকে মেরে বউকে শেখানো (ইশারায় বুঝিয়ে দেওয়া): অন্যায় করল শালা আর মার খেল ভাই, বলি ঝিকে মেরে বউকে শেখাতে চাও নাকি?

ঝোপ বুঝে কোপ মারা (সুযোগ বুঝে কাজ করা): মফিজ ঝোপ বুঝে কোপ মেরে মুহূর্তেই কাজটি শেষ করে ফেলল।

ঝড়ে বক মরে ফকিরের কেরামতি ফলে (অন্যের কৃতিত্ব পরোক্ষভাবে স্বপক্ষে ব্যবহার): কষ্ট করে মঞ্চনাটকটা মঞ্চে উপস্থাপন করল নাট্যকর্মীরা আর লোকে জানল দাতা সংস্থার সব কৃতিত্ব– এ যেন ঝড়ে বক মরে ফকিরের কেরামতি ফলে।

ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে যায় (সমপ্রকৃতির লোক একসঙ্গে থাকতে ভালোবাসে): সন্ত্রাসী আনোয়ারকে নিজের বাড়িতে রেখেছ, দেখো একদিন ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে চলে যাবে।

ঝাঁঝরি বলে ছুঁচকে, তুমি বড়ো ফুটো (নিজের বড়ো দোষ না দেখে অপরের ছোটো দোষকে নিন্দা করা): পাতি নেতা হয়ে নিজের দোষ খুঁজে বের করো, বড়ো নেতার দোষ নিয়ে এত মাতামাতি কোরো না, ওই যে কথায় বলে– ঝাঁঝরি বলে ছুঁচকে, তুমি বড়ো ফুটো।

ট

টাকায় বাঘের দুধও মেলে (অর্থের জোরে সবকিছু সম্ভব): খুনি আসামি হবার পরও সে মুক্তি পাবে, কেননা টাকায় বাঘের দুধও মেলে।

টোটো কোম্পানির ম্যানেজার (কোনো কাজ না করে বেকার বা ভবঘুরের মতো থাকা): বড়োলোকের ছেলে তো, এমএ পাশ করে বাবার খাচ্ছে আর টোটো কোম্পানির ম্যানেজারি করে বেড়াচ্ছে।

টায়ে টায়ে মিলিয়ে দেওয়া (যেন তেন করে গোঁজামিল দেওয়া): সমিতির টাকার হিসাব টায়ে টায়ে মিলিয়ে দিয়ো না, পরে কিন্তু ধরা পড়বে।

ঠ

ঠগ বাছতে গা উজাড় (যেখানে সকলেই খারাপ): পুলিশের বড়ো কর্তা থেকে ছোটো কর্তা সকলেই যেখানে ঘুস নিচ্ছে, সেখানে সৎমানুষের খোঁজ করতে গেলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় তো হবেই।

ঠেলার নাম বাবাজি (বাধ্য হয়ে নতি স্বীকার করা): নিজে ফেঁসে যাওয়ার ভয়ে লোকটা কাজটা করে দিলো–একেই বলে ঠেলার নাম বাবাজি।

ঠোঁট সেলাই করে থাকা (নির্বাক হয়ে থাকা): রহিমের সামনে কথা বলাই বিপদ; তাই ঠোঁট সেলাই করে থাকাই নিরাপদ।

ঠেলায় পড়ে ঢেলায় সেলাম (বিপদে পড়লে তুচ্ছ লোককেও খাতির করতে হয়): বিপদে পড়ে বস্তির ছেলেকে ডাকতে হলো, আসলে ঠেলায় পড়ে ঢেলায় সেলাম দিতে হয় অনেককেই।

ঠাকুর ঘরে কে? আমি কলা খাইনি (বোকামি করে নিজের দোষ স্বীকার করে ফেলা): নিজের ভুলেই বাবার কাছে ধরা পড়তে হলো, আমার অবস্থা হয়েছে ঠাকুর ঘরে কে? আমি কলা খাইনি।

ঠেকলে বাঘেও ঘাস খায় (বিপদে পড়লে দুর্দান্ত লোকও বশ্যতা স্বীকার করে): সেদিন বাসায় এত ডাকলাম তবু আসলে না; আজ ট্রেন ফেল করে এসেছ বন্ধু– একেই বলে ঠেকলে বাঘেও ঘাস খায়।

ঠ্যালা দিয়ে গঙ্গায় ফেলা (অবহেলা করা): আগেই বলে নিচ্ছি, পরে যেন ঠ্যালা দিয়ে গঙ্গায় ফেলো না।

ড

ডুবে ডুবে জল খাওয়া (গোপনে কাজ করা): অন্বয়কে সবাই ভালো ভাবত, সে যে এমন ডুবে ডুবে জল খায়, তা কে জানত।

ডাইনে আনতে বায়ে কুলায় না (আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি): এত টাকা রোজগার করার পর কিছুই থাকে না– এ যে দেখছি ডাইনে আনতে বায়ে কুলায় না।

ডানায় ভর দিয়ে থাকা (শূন্যলোকে ভাসা): ডানায় ভর দিয়ে আর কতদিন থাকবে, এবার নিজে কিছু করো।

ডান হাতের কারবার/ব্যাপার (খাওয়া): রুবি একটু অপেক্ষা করো, ডান হাতের কারবারটা/ব্যাপারটা সেরে আসি।

ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা (প্রহার করে শায়েস্তা করা): এখনো বলছি চলে যাও, নইলে পুলিশ এলে ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা করে দেবে।

ঢ

ঢিলটি ছুড়লে পাটকেলটি খেতে হয় (পরের ক্ষতি করলে নিজের ক্ষতি হয়): রহিম এবং করিমের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনেকদিনের। তারা এতদিনেও বুঝল না যে, ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে (অভ্যাস বদলায় না): বেড়াতে গিয়েও ডাক্তার সাহেবকে রোগী দেখতে হয়েছে– কথায় আছে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

ঢাক ঢাক গুড় গুড় (গোপন করার চেষ্টা): একটা গোলমাল করে এসেছ নিশ্চয়ই, নইলে এত ঢাক ঢাক গুড় গুড় করছ কেন?

ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার (যোগ্যতা বা ক্ষমতাহীনের আড়ম্বর): দুবেলা যে নিজেই খেতে পায় না, সে এসেছে কি না দানের মাহাত্ম্য দেখাতে!– ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার।

ঢেউ দেখে নাও ডুবানো (বিপদের সম্ভাবনা দেখেই সব আশা ছেড়ে দেওয়া): আমাদের স্বভাব এমন হয়েছে যে, কোনো সমস্যার আভাস পাওয়ামাত্রই ঢেউ দেখে নাও ডুবিয়ে দিই।

ত

তেলা মাথায় তেল দেওয়া (যার আছে তাকে আরও দেওয়া): তেলা মাথায় তেল দেওয়া এখন মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।

তুমি ফেরো ডালে ডালে আমি ফিরি পাতায় পাতায় (চতুরের চেয়েও বেশি চতুরতা করা): তুমি যত প্যাঁচই কষো না কেন, আমি তারচেয়েও বেশি প্যাঁচ কষব, তুমি ফেরো ডালে ডালে আমি ফিরি পাতায় পাতায়।

তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠা (অতিমাত্রায় রেগে যাওয়া): তোমার কথা শুনে, লোকটি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল।

তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা (বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হওয়া): এখন নামাজ-কালাম পড়ো, তোমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে।

থ

থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড় (একঘেয়েমির চূড়ান্ত): সারাজীবন কেবল বাড়ি আর অফিস, অফিস আর বাড়ি, আমাদের জীবনে আছে কী– সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়।

থোঁতা মুখ ভোঁতা হলো (দর্প চূর্ণ হওয়া): অমন বেফাঁস কথা বলেই তো তার থোঁতা মুখ ভোঁতা হলো।

দ

দশচক্রে ভগবান ভূত (অনেকের চক্রান্তে ভালো লোক মন্দ বলে পরিগণিত হয়): সমাজের চক্রান্তে মতিন সাহেবের মতো গুণী লোককেও দোষী সাব্যস্ত করা হলো– একেই বলে দশচক্রে ভগবান ভূত।

দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা (না জেনে শত্রুকে আদরে লালন): সে আমার এমন সর্বনাশ করবে বুঝিনি– দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি।

দশের লাঠি একের বোঝা (দশজনের নিকট যা সামান্য, একজনের নিকট তা ভারী): সবাই মিলেমিশে কাজটা না করলে ওর একার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব হবে না; দশের লাঠি একের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না বোঝা (যথাসময়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা): দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না বোঝায় করিমের এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া হলো না।

দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো (খারাপ জিনিস থাকা অপেক্ষা না থাকাই শ্রেয়): যে ছেলের আচার-আচরণে হিংস্রতা, গুরুজনে যে সম্মান করতে জানে না, এমন দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।

দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো (আসল জিনিসের স্বাদ নকল জিনিসে পাওয়ার চেষ্টা): হলে গিয়ে বড়ো পর্দায় ছবি না দেখে, ঘরে বসে ছোটো পর্দায় ছবি হয়তো দেখা যায়; কিন্তু এ তো দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো।

দেশের কুকুর বিদেশের ঠাকুর (দেশের লোকই সবচেয়ে আপন): কতরূপ যত্ন করি দেশের কুকুর ধরি বিদেশে ঠাকুর ছেড়ে।

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ (মন্দদের দলে একটি ভালো): হারুমিয়ার পরিবারের নিষ্ঠুরতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হারুমিয়ার ছোটো ছেলে, এ যেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

দশ দিন চোরের একদিন গৃহীর/সাধুর (কুকর্মের ফল একদিন অনিবার্য ফলে): তোমার চালাকি ধরা পড়বে না ভেবেছ, মনে রেখো দশ দিন চোরের একদিন গৃহীর/সাধুর।

দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ (একসঙ্গে কাজ করলে, কোনো ব্যক্তিবিশেষের দায়িত্ব থাকে না): দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আসুন দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।

ধ

ধরি মাছ না ছুঁই পানি (কাজ হাসিলে উৎসুক কিন্তু কোনো ঝুঁকি নিতে নারাজ): রফিক সাহেব ধরি মাছ না ছুঁই পানি নীতি নিয়ে কেমন করে যেন সবকিছুতে পার পেয়ে যান।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে (গোপন অন্যায়ের আকস্মিক প্রকাশ): সম্পত্তির লোভে দলিল জালিয়াতি কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ধরা পড়ে গেল; সাধে কি বলে– ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

ধরাকে সরাজ্ঞান করা (তুচ্ছজ্ঞান করা): আজকালের বড়োলোকেরা কালোবাজারিতে মোটা টাকা রোজগার করে; ধরাকে সরাজ্ঞান করবে, তাতে আর বিচিত্র কী!

ধান ভানতে শিবের গীত (অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গের অবতারণা): বন্যার সমস্যা নিয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বক্তা পুরোনো প্রসঙ্গ টেনে এনে ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে শুরু করলেন।

ধারেও কাটে, ভারেও কাটে (দুইয়ের সাহায্যে কাজ উদ্ধার): কায়েস সাহেব চিফ ইঞ্জিনিয়ার, তার ওপর মন্ত্রীর আত্মীয়; ক্ষমতায় তিনি ধারেও কাটেন, ভারেও কাটেন।

ধুলো মুঠি ধরলে সোনা মুঠি হয় (ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে সামান্য চেষ্টাতেই বিরাট সাফল্য হয়): বড়ো সাহেবের এখন সুসময়, তিনি ধুলো মুঠি ধরলে সোনা মুঠি হয়।

ধর্মের ঢাক আপনি বাজে (সত্য কখনো চাপা থাকে না, আপনিই প্রকাশিত হয়): যারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় তাদের পতন অনিবার্য, কেননা ধর্মের ঢাক আপনি বাজে।

ধনদৌলত চুনের ফোঁটা, যায় দাগ থাকে ফোঁটা (টাকাকড়ি ক্ষণস্থায়ী, বরঞ্চ এর জন্য মনের গ্লানি থেকে যায়): অগাধ অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েছ বলেই অভাবী আত্মীয়দের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার কোরো না– কারণ ধনদৌলত চুনের ফোঁটা, যায় দাগ থাকে ফোঁটা।

ধনে সুখ না, মনে সুখ (টাকা মানুষকে সুখ দিতে পারে না, মনের সুখই প্রকৃত): বিশ্বায়নের এ যুগে মানুষ ধনসম্পদের মধ্যে সুখ খোঁজে; অথচ ধনে সুখ না, মনে সুখ।

ন

নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো (কিছুই না থাকার চেয়ে সামান্য থাকা ভালো): চেয়েছিলাম ফার্স্ট ক্লাসে যেতে, সিট নেই তাই থার্ড ক্লাসে করেই এলাম– নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

নানা মুনির নানা মত (ঐকমত্যের অভাব): বেশি লোকে জানলে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, নিজে যা ভালো বুঝ তাই করো; জানো তো নানা মুনির নানা মত।

নুন আনতে পান্তা ফুরায় (চরম দরিদ্র): নুন আনতে পান্তা ফুরাবার অবস্থা যার, সে কি না গাড়ি কিনবে।

নাচতে না জানলে উঠোন বাকা (অক্ষমতা ঢাকার জন্য বাজে অজুহাত): যখনই সুমিকে গান গাইতে বলি তখনই ব্যস্ততার অজুহাত দেয়, আসলে নাচতে না জানলে উঠোন বাকা।

নুন খাই যার গুণ গাই তার (উপকারীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার): আমরা জমিদার বাবুর আশ্রয়ে থাকি, তার বিরুদ্ধে যাব না; কারণ আমরা নুন খাই যার গুণ গাই তার।

NABARUN PUBLICATION

নদীর কূলে বাস, ভাবনা বারো মাস (বিপদের মধ্যে সর্বনাশ থাকে): বয়লারের আগুনের পাশে কাজ করতে গেলে সর্বক্ষণ বিপদের মধ্যে কাটাতে হয়; কথায় আছে– নদীর কূলে বাস ভাবনা বারো মাস।

নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো (নিশ্চিন্তে দিন কাটানো): বাবা খেটে মরছে, আর তুমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছ, এটা খুবই অন্যায়।

নবমীর পাঁঠা (যিনি আসন্ন বিপদের সম্মুখীন): দুদিন পরে বোনের বিয়ে অথচ এখনো সব যোগাড় হয়নি, আমার অবস্থা এখন নবমীর পাঁঠার মতো।

নাকের বদলে নরুন (যা প্রাপ্য তার চেয়ে কম পাওয়া): পৈতৃক স্বত্বে প্রাপ্য পাঁচ বিঘে জমির জায়গায় পরিমল ভাগে পেল মাত্র পাঁচ কাঠা– এ যে নাকের বদলে নরুন পাওয়া।

নাচতে দাঁড়িয়ে ঘোমটা টানা (কৃত্রিম লজ্জা): যা বলতে চাও সরাসরি বলে ফেলো, নাচতে দাঁড়িয়ে ঘোমটা টানলে চলবে?

নেড়া বারবার বেলতলায় যায় না (ভুক্তভোগী কখনো বারবার ঠকতে চায় না): আপন ভেবে মনিবের জন্য অনেকবার জেলে গিয়েছি, আর না– নেড়া বারবার বেলতলায় যায় না।

নদীর এক কূল ভাঙে আর এক কূল গড়ে (মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখের পালাবদল হয়): মানবজীবনে দুঃখ কখনোই স্থায়ী হয় না, সুখ আসবেই; কেননা নদীর এক কূল ভাঙে আর এক কূল গড়ে।

নড়া দাঁত পড়া ভালো (আত্মীয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হলে তার সংস্রব ত্যাগ করাই শ্রেয়): অমন ধোঁকাবাজ বন্ধুর সঙ্গে আবার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ো না, মনে রেখো নড়া দাঁত পড়া ভালো।

প

পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা (পরের ওপর দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি): পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আর কতদিন খাবে?

পরের ধনে পোদ্দারি (অন্যের অর্থ ইচ্ছামতো খরচ করে বড়োলোকি দেখানো): টাকা অর্জনের চেষ্টা নেই, মামার বাড়িতে থেকে আর কত পরের ধনে পোদ্দারি করবে?

পেটে খেলে পিঠে সয় (লাভের সম্ভাবনা থাকলে কষ্ট সহ্য করা যায়): শিক্ষিত মানুষও বিদেশে চাকরবাকরের কাজ করছে– তাইতো বলে পেটে খেলে পিঠে সয়।

পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে (বহুদর্শী বিজ্ঞ লোকের গুণ অনেক): প্রবীণ ও বিজ্ঞ লোকের কাছেই ভালো বুদ্ধি পাওয়া যায়; কারণ, পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে।

পরকাল ঝরঝরে করে দেওয়া (সর্বনাশ করা): দুর্নীতিবাজ আমলার কবলে পড়লে তোমার পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে।

পাকা ধানে মই দেওয়া (প্রায় সমাপ্ত কাজ নষ্ট করা): বিয়ের দিন-তারিখ সব ঠিক হয়ে যাওয়ার পর বউ পছন্দ না হওয়া, আর পাকা ধানে মই দেওয়ার মধ্যে তফাত কী বলো?

পচা শামুকে পা কাটা (তুচ্ছ কারণে বিপন্ন হওয়া): জাতীয় ট্রফি জিতে শেষে একটা পাড়ার টিমের কাছে তিন গোলে হারল, এ যে দেখছি পচা শামুকে পা কাটল।

পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ি (গরিবের বিলাসিতার শখ): দুবেলা ভাত জোটে না, সিনেমা দেখার শখ– পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ি।

পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর (সামান্য ব্যক্তি হয়ে অনেক বড়ো ব্যাপার নিয়ে খবরদারি): সামান্য কেরানি হয়ে তুমি কেন এ ব্যাপারে নাক গলাও? একেই বলে পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর।

পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে (বাড়াবাড়ি পতনের কারণ): খুব বাড় বেড়েছে তোমার, এত বাড় ভালো নয়; জানো না– পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।

পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটা (আগের নানান ঘটনা নতুন করে উল্লেখ করা): না, আমার বাড়িতে আর নতুন করে কোনো ঝামেলা চাই না, পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটা এবার সবাই বন্ধ করো।

পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায় (অসৎ পথের উপার্জন অকাজে ব্যয় হয়): সারাজীবন ঘুস খেয়ে টাকা করেছ, এখন নিজের ছেলেরই মরণদশা– দেখ কীভাবে পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।

পথ চলবে জেনে, কড়ি নেবে গুনে (জেনেশুনে পথ চলতে হয় এবং টাকা নেওয়ার সময় গুনে নিতে হয়): পথের ভালো-মন্দ জেনে নেওয়া এবং টাকাকড়ি গুনে নেওয়া উত্তম; এজন্যই তো লোকে বলে– পথ চলবে জেনে, কড়ি নেবে গুনে।
পায় না তাই খায় না (অভাবী মানুষের কোনো জিনিসের প্রতি কপট অনীহা প্রকাশ): পায় না তাই খায় না, অথচ এমন ভাব করে যেন তার কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয় না।
পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা (বিনা পরিশ্রমে পাওয়া): ওইটুকুই তোমার জীবনের পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা।
পাঁচ আঙুল সমান নয় (সকলের স্বভাব একরকম নয়): সমাজের সকলের কাছে সমান ভদ্রতা প্রত্যাশা করা যায় না, কারণ আর যা-ই হোক, পাঁচ আঙুল সমান নয়।

ফ

ফেন দিয়ে ভাত খায় গপ্প মারে দই (মুখে বড়ো বড়ো কথা): ঠিকমতো খাওয়া জোটে না, কিন্তু মোবাইলের নতুন মডেল কেনার কথা বলে বেড়ায়– এ হলো ফেন দিয়ে ভাত খায় আর গপ্প মারে দই।
ফেলো কড়ি মাখো তেল (অর্থের বিনিময়ে ইচ্ছাপূরণ): আত্মীয়কেও সে খাতির করে না; ওর কথা একটাই ফেলো কড়ি মাখো তেল।
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া (সামান্য কষ্ট সহ্য করতে না পারা): বর্তমানে পরিশ্রম করেই অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে হবে; ফুলের ঘায়ে মূর্ছা গেলে হবে না।
ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়ে (অপরকে ঠকাতে গেলে নিজে ঠকে): বাবা হিসেবে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই, ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়বে।
ফতো বাবুর গল্প সার (ভেতরে কিছুই নাই, বাইরে বাবুয়ানা): তিনি কাজ চান, তাই ফতো বাবুর গল্প সার এমন কাউকেই তার অফিসে ঢুকতে দেন না।

ব

বজ্র আটুনি ফস্কা গেরো (কড়াকড়ির ঢিলেঢালা ফল): আমাদের স্কুলের নিয়মকানুন একেবারে কড়া হলেও তার অনেকগুলোই প্রয়োগ হতো না বলে ব্যাপারটি ছিল বজ্র আটুনি ফস্কা গেরোর মতো।
বড়োর পিরিতি বালির বাধ (বিশিষ্ট ব্যক্তির আত্মীয়তার স্থায়িত্ব নেই): করিম সাহেবের নেকনজরে পড়ে নিজেকে তো খুব কেউকেটা ভেবেছিলে এখন বিপদে পড়েছ তো! বলেছিলাম না, বড়োর পিরিতি বালির বাঁধ ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণে চাঁদ।
বেল পাকলে কাকের কী (যে সুখ ভোগ করা যায় না তার জন্য আফসোস): সরকারি কর্মচারীদের অর্থলাভ হলে গরিব শ্রমিকদের কিছুই আসে যায় না, আরে বেল পাকলে কাকের কী?
বাঘে মোষে এক ঘাটে পানি খায় (যোগ্য শাসনে বাদী বিবাদী উভয়ে ভীত): জমিদারের দাপটে বাঘে মোষে এক ঘাটে পানি খায়।
বাশের চেয়ে কঞ্চি বড়ো (বড়োর চেয়ে ছোটোর বেশি হম্বিতম্বি): বড়ো সাহেবের চেয়ে কেরানিদের দাপট বেশি, এখানে বাশের চেয়ে কঞ্চি বড়ো।
বিনা মেঘে বজ্রপাত (আকস্মিক বিপদ): পিতার মৃত্যুসংবাদে মিলন ভেঙে পড়ল, একেবারে বিনা মেঘে বজ্রপাত কি না।
বামন হয়ে চাঁদে হাত (সাধারণ ব্যক্তির অসাধারণ বস্তু লাভের আশা): বস্তির ছেলে হয়ে কোটিপতির মেয়ে বিয়ে করতে চাওয়া আর বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানো একই কথা।
বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া (আকস্মিক সুযোগ লাভ): বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া আর লটারিতে টাকা পাওয়া সমান কথা।
বাপ-কা বেটা সেপাই-কা ঘোড়া (পৈতৃক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক): অভিনেতা বাবার ছেলে অভিনেতা হওয়াটাই তো স্বাভাবিক; জানো না– বাপ-কা বেটা সেপাই-কা ঘোড়া।
বারো মাসে তেরো পার্বণ (সর্বদা অনুষ্ঠানের ঘটা): বাঙালি মানেই তো বারো মাসে তেরো পার্বণ, এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।
বাড়া ভাতে ছাই দেওয়া (ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা): ও আমার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে, ওর কখনো ভালো হবে না।
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (বুড়ো বয়সে অপকর্ম করা): বুড়োটা নাতির জন্য বিয়ে ঠিক করতে গিয়ে নিজেই বিয়ে করে বসল, একেই বলে বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

বচনে জগৎ তুষ্ট (মিষ্টি কথা বললে সবাই সন্তুষ্ট থাকে): আজকাল কেউ কড়া কথা শুনতে চায় না, জানোই তো– বচনে জগৎ তুষ্ট।

বিষ নেই তার আবার কুলোপনা চক্কর (ক্ষমতাহীনের অহেতুক আস্ফালন): মতিন সাহেবের চোখরাঙানিকে কেউ ভয় পায় না; কথায় আছে– বিষ নেই তার আবার কুলোপনা চক্কর।

বিয়ে করতে কড়ি ঘর বাঁধতে দড়ি (প্রয়োজনীয় কাজে যথাযথ খরচ): বুঝলে হৃদয়, বিয়ে করতে কড়ি আর ঘর বাঁধতে দড়ি লাগে।

বিনা বাতাসে পাতা নড়ে না (কারণ ছাড়া কোনো কাজ হয় না): সব জেনেশুনে প্রশ্ন করা উচিত নয়; জানোই তো– বিনা বাতাসে পাতা নড়ে না।

বসতে পেলে শুতে চায় (একবার সুবিধা পেলে পেয়ে বসে): এ যে দেখছি বসতে পেলে শুতে চায়, বাচ্চাটাকে চকলেট দিয়ে ভুলই করলাম।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা (শত্রুর ঘরে গোপনে অবস্থান): মন্ত্রীর আশ্রয়ে থাকা সন্ত্রাসীকে পুলিশ ধরবে কী করে– বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা যে!

বাইরে ফিটফাট ভেতরে সদরঘাট (বাইরে চাকচিক্য ভেতরটা শূন্য): আদ্রিকার জ্ঞানশূন্য কথা শুনে রাগে গা জ্বালা করে; এ জন্যই তো বলে– বাইরে ফিটফাট ভেতরে সদরঘাট।

বুকের মাঝে ঢেঁকির পাড় (অন্তর্বেদনা): অহনার কথাগুলো শুনে আমার মনে হলো যেন বুকের মাঝে ঢেঁকির পাড় পড়ল।

বোকার ফসল পোকায় খায় (নির্বোধেরাই ক্ষতির সম্মুখীন হয়): বুঝলে একটু চতুর হতে হয়, আর তা না হলে বোকার ফসল পোকায় খায়।

বোঝার ওপর শাকের আঁটি (ঝামেলার ওপর ঝামেলা): নিজের কাজ শেষ করতে পারছি না আবার আরেকজনের কাজ, এ তো দেখছি বোঝার ওপর শাকের আঁটি।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা (সাহসীরাই পৃথিবীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে): এ বীরভোগ্যা বসুন্ধরায় সত্যিকারের বীরেরা বেঁচে থাকেন চিরকাল।

বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না (অন্তরের গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করা যায় না): নারীর জীবনে এমন অনেক অব্যক্ত কথাই থেকে যায়, যা এই পুরুষশাসিত সমাজে বুক ফাটে তো মুখ ফুটে বলা যায় না।

ভ

ভূতের মুখে রাম নাম (অসম্ভব ব্যাপার): একনায়করাও মানুষের অধিকারের কথা বলে– এ যেন ভূতের মুখে রাম নাম।

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না (অর্থ ব্যয় করলে কাজের লোকের আগমন ঘটে): লোকের জন্য এত ভাবনা কী, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।

ভিক্ষা চাই না মা, কুকুর সামলাও (বিপদ এড়াতে প্রয়োজনীয় কাজ পরিত্যাগ করা): পাওনা টাকা চাইতে এসে প্রাণ যায় অবস্থা, টাকা মাফ করে জীবন বাঁচালাম– একেই বলে ভিক্ষা চাই না মা, কুকুর সামলাও অবস্থা।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না (ভাগাভাগিতে সুবিধে হয় না): পদ্মার বুকে সারারাত জাল ফেলে কী হবে, ওইটকু মাছ নিয়ে কাড়াকাড়ি, জানো না– ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয় (ভাগ্যবান লোকেরা কোথাও আটকায় না): একজন সাধারণ মানুষ হলেও ওর কপালটা অনেক ভালো, কথায় আছে না– ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।

ভাঙে তবু মচকায় না (দৃঢ় চিত্তের অধিকারীরা ভয়ে ভীত হয় না): একটার পর একটা বিপদ এসে রহিমকে গ্রাস করলেও সে দমবার পাত্র নয়, সে ভাঙে তবু মচকায় না।

ভিমরুলের চাকে ঢিল মারা (নির্বুদ্ধিতায় শত্রুদের সজাগ করা): ওর সঙ্গে লাগতে গিয়েছিলে, তুমি তো ভিমরুলের চাকে ঢিল মেরেছ। জানো না, ও কেমন লোক?

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ (নিরর্থক পরিশ্রম করা): আমার সব কাজই তো ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ– কোনো কিছুই তো শেষপর্যন্ত কাজে লাগাতে পারি না।

ভস্মে ঘি ঢালা (নিরর্থক অপব্যয়): ওর মতো দাগিকে সুপরামর্শ দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা।

ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না (যা সকলেই জানে সে সম্বন্ধে অজ্ঞতার ভান করা): বিয়ের পাত্রী পর্যন্ত দেখা শেষ, অথচ কিছুই বলছ না; মনে হয় তুমি ভাজা মাছ উলটে খেতে জানো না।

ম

মরা হাতি লাখ টাকা (প্রকৃত গুণীজন দুর্দশায় পড়লেও মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে): উনি অবসর নিলেও কর্মকর্তারা সবাই ওনার কথায় ওঠে-বসে; সাধে কী আর লোকে বলে মরা হাতি লাখ টাকা।

মাছের মায়ের পুত্রশোক (আন্তরিকতাহীন লোকদেখানো শোক): অন্তর্দলীয় সংঘর্ষে সন্ত্রাসীর মৃত্যুতে নেতাদের শোক-প্রস্তাব, এ যেন মাছের মায়ের পুত্রশোক।

মেও ধরা (তোষামোদ করা): যেখানে-সেখানে মেও ধরতে যাওয়া উচিত নয়।

মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত (সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ জ্ঞান বা ক্ষমতা): সবাই জানে পঙ্কজকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা ওর নেই, কারণ মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।

মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা (ব্যথিতকে পুনরায় বেদনা দেওয়া): বুড়ির ছেলে মরেছে আর তুমি এসেছ তার কাছে বাড়িভাড়া চাইতে, মড়ার ওপর খাড়ার ঘা দিয়ো না।

মশা মারতে কামান দাগা (সামান্য ব্যাপারে বৃহৎ আয়োজন): সামান্য ঋণ পরিশোধ না করায় আদালতে যাব নালিশ করতে? তুমি যে আমাকে মশা মারতে কামান দাগার বুদ্ধি দিচ্ছ।

মেঘ না চাইতে জল (অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি): জাহিদের আশা ছিল জিপিএ–৪ পাবে। সে পেল কি না জিপিএ–৫, এ তো মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন (প্রাণের বিনিময়ে হলেও সংকল্প পালন): বাংলাকে স্বাধীন করা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ছিল মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

মাথা নেই তার আবার মাথাব্যথা (অকারণে দুশ্চিন্তা): পকেটে দুই টাকাও নেই, তারপরও তুমি ডাকাতের হাতে পড়ার চিন্তা করছ, তোমার অবস্থা হয়েছে মাথা নেই তার আবার মাথাব্যথা, এমন আর কি!

মোগল পাঠান হদ্দ হলো ফারসি পড়েন তাঁতি (শক্তিশালী লোক যে কাজ করতে পারে না, দুর্বল লোক সেই কাজ করার চেষ্টা করলে এ কথা বলে উপহাস করা হয়): আমরা এতগুলো লোক হিমশিম খাচ্ছি, আর উনি এলেন উপদেশ দিতে; কথায় বলে না– মোগল পাঠান হদ্দ হলো ফারসি পড়েন তাঁতি।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া (কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া): রতনের বাবার হঠাৎ মৃত্যুর খবর শুনে যেন আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

মেঘে মেঘে বেলা হওয়া (বয়স বেড়ে যাওয়া): মেঘে মেঘে বেলা তো অনেক হলো– এবার দেখেশুনে মেয়েটাকে বিয়ে দাও।

মগের মুল্লুক (অরাজকতা): যা ইচ্ছে তাই করবে, এটা কি মগের মুল্লুক পেয়েছ?

মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প (কোনো ব্যাপারে যে সব জানে, তাকে সেটা জানানোর চেষ্টা): লন্ডনে আমি এক যুগ কাটিয়ে এলাম, আমায় শোনাচ্ছ সেখানকার বিবরণ– মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প করার প্রয়োজন নেই।

মহাভারত অশুদ্ধ হওয়া (বড়ো ধরনের ত্রুটি): বিলের ধারে বেড়াতে গেলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

মাছি মেরে হাত কালো করা (সামান্য লাভের জন্য অসম্মানের পাত্র হওয়া): সামান্য প্রাপ্তির জন্য মাছি মেরে হাত কালো কোরো না।

মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি (কপট মমতা): দেখো না, তার ভাবখানা এমন, যেন সে-ই তপুর মা। লোকদেখানো দরদ যেন উথলে পড়ছে– এ যেন মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি।

NABARUN PUBLICATION

মাছের তেলে মাছ ভাজা (কোনো জিনিসের আনুষঙ্গিক লাভ হতে সেই কাজের খরচ চালিয়ে নেওয়া): শ্রমিকদের বেতন কেটে তাদের জন্য ইদ-বোনাস, এ তো দেখছি মাছের তেলে মাছ ভাজা।

য

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ (শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করা): এরশাদ শিকদার ফাঁসির দন্ড মাথায় নিয়েও বাচার আশা করেছিল, যদি রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেন; আসলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

যত গর্জে তত বর্ষে না (মুখে যত কাজে তত নয়): এমপি হওয়ার আগে কত ওয়াদা আর ভোটের পর রা-টি নেই; যত গর্জে তত বর্ষে না– এ তো দেখাই যাচ্ছে।

যতনে রতন মেলে (পরিশ্রম ও চেষ্টায় সাফল্য আসে): ওর রেজাল্ট ভালো করার পেছনে আছে ওর চেষ্টা ও সাধনা; লোকে যে বলে, যতনে রতন মেলে তা মিথ্যে নয়।

যা রটে তা বটে (রটনা একেবারে মিথ্যা হয় না): বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা অনেকেই বিশ্বাস করতে চাননি। কিন্তু তদন্তে তা প্রমাণিত হয়েছে; যা রটে তা বটে।

যত হাসি তত কান্না (অতি সুখে আহ্লাদিত হলে দুঃখে পড়তে হয়): কোনো ব্যাপারেই বেশি আনন্দিত হতে নেই, জানো তো– যত হাসি তত কান্না।

যত দোষ নন্দ ঘোষ (দুর্বলের প্রতি সর্বদা দোষারোপ): গ্রামে যা-ই ঘটুক– বদনাম হবে মনির নামে; যত দোষ নন্দ ঘোষ বলে কথা।

যম-জামাই-ভাগনা তিন নয় আপনা (অপরে আত্মীয় হলেও আপন হয় না): রবির ওপর নির্ভর করাটা ঠিক হচ্ছে না, জানো তো– যম-জামাই-ভাগনা তিন নয় আপনা।

যথা ধর্ম তথা জয় (ন্যায়ের পথেই সাফল্য আসে): সৎ হও; মনে রেখো– যথা ধর্ম তথা জয়।

যদি হয় সুজন, তো তেঁতুল পাতায় ন'জন (সজ্জন প্রতিবেশীর মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজ করে): ওদের এলাকায় গোলমাল নেই, সবার মধ্যে ভালো সম্পর্ক; যদি হয় সুজন, তো তেঁতুল পাতায় ন'জন, বুঝলে?

যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা (অপছন্দের ভালোমন্দ সবই খারাপ): তার আর কোনো গুণ থাক আর না থাক, সে ভালো খেলোয়াড়, তুমি তা-ও স্বীকার করতে নারাজ, ব্যাপারটা হলো– যারে দেখতে নারি তার চলন বাকা।

যেমন দান তেমন দক্ষিণা (অর্থ অনুযায়ী কাজ): এত কম দামে এর চেয়ে ভালো চাল আর কি পাবে? যেমন দান তেমন দক্ষিণা।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয় (বিপদের আশঙ্কা স্থলেই বিপদ নেমে আসে): কঠিন ভেবে যে অধ্যায়টা পড়লাম না, পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখি সেখান থেকেই প্রশ্ন এসেছে; একেই বলে, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।

যেমন কুকুর তেমন মুগুর (দুষ্টের যথার্থ শাস্তি): ঘা কতক লাগিয়ে দিলে সোজা হয়ে যাবে– যেমন কুকুর তেমন মুগুর।

যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা (ধৃষ্টতা): সামান্য একজন দলীয় কর্মী হয়ে ডিসি সাহেবকে দেখে নেবে বলে হুমকি দেয়– একেই বলে যত বড়ো মুখ নয়, তত বড়ো কথা।

যার লাঠি তার মাটি (যার শক্তি আছে সে-ই ভোগ করতে পারে): সামাদ আলীর দশ ছেলেই উপযুক্ত হয়েছে; তাই সে মনে করে যার লাঠি তার মাটি।

যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই (যার কাজ তার বদলে অন্যের ব্যস্ততা): ব্যাবসা করবে তুমি আর ছোটাছুটি করব আমি– একেই বলে যার বিয়ে তার হুশ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই।

যার জন্য করি চুরি সে-ই বলে চোর (যার জন্য হীন কাজ, তার মুখে তিরস্কার): তোমার জন্য বিবাদে জড়ালাম, এখন তুমিই কষ্ট দিচ্ছ– যার জন্য করি চুরি সে-ই বলে চোর!

যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে (নানা ধরনের কাজ নিয়েই জীবন): শুধু পড়াশোনা দিয়ে জীবন চলবে না, কিছু কাজও করতে হবে– যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে।

যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল (বড়ো অপরাধীর কঠিন শাস্তিদাতা): ও যেমন চশমখোর তেমনি ওর মালিক কড়া লোক– যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল হয়েছে, এবার ঠেলা বুঝবে।

যার কর্ম তারই সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে (যে যে-কাজে পটু তার পক্ষে যা সহজ, অন্যের পক্ষে তা কঠিন): আমাদের সমালোচনায় তার কী যায়-আসে; বরং যার কর্ম তারই সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে।

যে পাতে খায় সেই পাতে হাগে (উপকারীর অনিষ্ট সাধন করা): আজকাল সমাজে এ ধরনের অনেক মানুষ আছে যারা যে পাতে খায় সেই পাতেই হাগে।

যে যায় লঙ্কায় সে-ই হয় রাবণ (ক্ষমতায় গেলে সবাই ক্ষমতার অপব্যবহার করে): আজকাল কোনো রাজনীতিবিদকে বিশ্বাস করা যায় না; কারণ, যে যায় লঙ্কায় সে-ই হয় রাবণ।

র

রথ দেখা আর কলা বেচা (এক উদ্যোগে একাধিক উদ্দেশ্য সাধন): অফিসে যাওয়ার পথে ছেলেকে স্কুলে দিয়ে রথ দেখা আর কলা বেচা একসঙ্গে সারি।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায় (ক্ষমতাবানে ক্ষমতাবানে লড়াই হলে মাঝ থেকে গরিব ও নিরীহ লোকের ক্ষতি হয়): রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনে ক্ষতি হয় সাধারণ মানুষের; এ যেন রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়; উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।

রাখে আল্লাহ মারে কে (স্রষ্টা রক্ষা করলে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না): লঞ্চ দুর্ঘটনায় সব যাত্রী মারা গেলেও দু'বছরের একটি শিশু অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। তাইতো বলি, রাখে আল্লাহ মারে কে!

রূপে মারি লাথি, গুণে ধরি ছাতি (রূপের চেয়ে গুণ বড়ো): মেয়েটি রূপসি না হলেও শিক্ষিত ও ভদ্র হওয়ায় সকলেরই প্রিয়, তাইতো লোকে বলে– রূপে মারি লাথি, গুণে ধরি ছাতি।

ল

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন (বেহিসাবি খরচের যোগানদার): ভোটের সময় টাকা সাশ্রয়ের চেষ্টা আর কজন করেন– ও টাকা খরচের সময় সবাই ভাবেন, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু (অতিরিক্ত লোভ সর্বনাশ ডেকে আনে): চাকরি ছেড়ে লোভে পড়ে তিনি ব্যবসায় নামলেন; ব্যবসায় লোকসান হওয়ায় সব শেষ, একেই বলে লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

লেবু বেশি কচলালে তিতা হয় (বেশি বাড়াবাড়িতে অশান্তি হয়): এ ব্যাপারে আর বাদানুবাদ কোরো না, জানো তো– লেবু বেশি কচলালে তিতা হয়।

লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায় (সামান্য লাভ করতে গিয়ে অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া): রিকশা ভাড়া বাঁচাতে গিয়ে হেঁটে কলেজে গেলাম; শুরু হলো পায়ের ব্যথা, রীতিমতো ডাক্তার দেখাতে হলো, লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেলো দেখছি।

লাভের অঙ্ক শূন্য (ফলাফল একেবারে অলাভজনক): শফিক সাহেব তার ছেলের লেখাপড়ার জন্য খুবই চেষ্টা করছেন কিন্তু লাভের অঙ্ক শূন্য।

লাল ঘরের ভাত খাওয়া (কারাগারে অবস্থান): ছুরি হাতে একবার ধরা পড়লে নির্ঘাত লাল ঘরের ভাত খেতে হবে।

লঘু পাপে গুরুদণ্ড (অপরাধের তুলনায় অধিক সাজা): পরীক্ষার হলে বন্ধুকে সাহায্য করতে গিয়ে আকাশ বহিষ্কৃত হলো, যাকে বলে লঘু পাপে গুরুদণ্ড।

শ

শক্তের ভক্ত নরমের যম (শক্তিমানকে সমীহ ও দুর্বলকে ভয় দেখানো): ভদ্রলোক নিরাহ দেখে তেড়ে এসেছিলে, এখন স্বপনকে দেখে পালাচ্ছ; তোমরা হচ্ছ শক্তের ভক্ত নরমের যম।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা (তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে অপরাধ গোপনের চেষ্টা): তোমাদের কুকর্মের কথা সবাই জানে– শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা কোরো না।

শকুনের দোয়ায় গোরু মরে না/ধেড়ের আশীর্বাদে বিল শুকিয়ে যায় না (লোভীর আশা সর্বদা পূরণ হয় না): তোমার অভিশাপের তোয়াক্কা করি না, শকুনের দোয়ায় গোরু মরে না বুঝেছ।

শ্যাম রাখি না কুল রাখি (দোটানায় পড়া): করিমকে টাকা দিলে রহিম খুশি হয় কিন্তু মা কষ্ট পান– আমার এখন শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা।

শিব গড়তে বাঁদর (ভালো করতে গিয়ে মন্দ করা): রফিক ভালো-মন্দ কিছুই বুঝে না, তাই শিব গড়তে গিয়ে বাদর গড়ে ফেলেছে।

শুঁড়ির সাক্ষ্য মাতাল (দুষ্টের সহায়ক দুষ্ট লোক): রিয়াজকে বিশ্বাস করে কোনো কথা বলবে না, সে হলো শুঁড়ির সাক্ষ্য মাতাল।

শত্রুর মুখে ছাই দেওয়া (অনিষ্টকারীর আশা নির্মূল করা): শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে রফিক সাহেব এখন বিপুল সম্পত্তির মালিক।

শিকারি বেড়ালের গোঁফ দেখে চেনা যায় (হাবভাব দেখেই উদ্দেশ্য বোঝা যায়): তিনি যে মতলববাজ, তা তার আচরণেই ধরা পড়ে– শিকারি বেড়ালের গোঁফ দেখেই চেনা যায়।

শ্বশুরবাড়ি মধুর হাঁড়ি, তিন বাদে ঝাঁটার বাড়ি (প্রথম প্রথম আদর, পরে অনাদর): অনেক আগেই তো তোমাকে বলেছি এমন করে এখানে আর থেকো না– জানো তো শ্বশুরবাড়ি মধুর হাঁড়ি, তিন বাদে ঝাঁটার বাড়ি।

শেষ ভালো তো সব ভালো (সর্বশেষের ফলাফলটিই মুখ্য): জীবনের এখনই কী হয়েছে, মনে রাখবে, শেষ ভালো তো সব ভালো।

স

সবুরে মেওয়া ফলে (ধৈর্যের মাধ্যমে সাফল্যলাভ করা যায়): কষ্ট হলেও কাজটি ছেড়ো না, কথায় আছে সবুরে মেওয়া ফলে।

সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোড় (সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে ঝামেলা বা অর্থব্যয় বাড়ে): দেরি না করে সময়ের কাজ সময়ে করো, সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়।

সব শিয়ালের এক রা (সমগোত্রীয়দের একই মনোভাব বা আচরণ): অমিত তো মিথ্যা বলবেই, কথায় বলে– না সব শিয়ালের এক রা।

সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে (কোনো পক্ষের ক্ষতি না হয় এমন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গো কার্যসিদ্ধি): এমন চাল চালতে হবে, যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে।

সাবধানের মার নেই (সতর্কতার বিপদ নেই): ভেবেচিন্তে কাজ করো; কারণ, সাবধানের মার নেই।

সুচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বের হওয়া (মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে সর্বনাশ করা): বাতেন বেশ সুযোগসন্ধানী লোক, সে সুচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বের হয়।

সেই রামও নেই সেই অযোধ্যাও নেই (যুগের অবসানে বা সুখপ্রদ ঘটনার পরে স্মৃতিচারণ): যে সময় এসেছে, কোনো আশা করে লাভ নেই– সেই রামও নেই সেই অযোধ্যাও নেই।

সাত ঘাটের কানাকড়ি (অকিঞ্চিৎকর সংগ্রহ): গরিব মানুষ! সাত ঘাটের কানাকড়ি যা জোটাতে পেরেছি ওটাই একমাত্র সম্বল।

সাতেও না পাঁচেও না (নিরাসক্ত থাকা): শাহিন কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই।

সুখে থাকতে ভূতে কিলায় (স্বেচ্ছায় কষ্টভোগের দুর্মতি): এত ভালো চাকরি ছেড়ে সে এখন ব্যবসায় নামবে, তাকে যেন সুখে থাকতে ভূতে কিলায়।

সোনার কাঠি রুপোর কাঠি (মরা-বাঁচার উপায়): কল্পলোকের ঘুমন্ত রাজকন্যার জন্য সোনার কাঠি রুপোর কাঠিই একমাত্র ভরসা।

সাত ঘাটের জল খাওয়া (নাজেহাল হওয়া): আমায় চেনো না, বেশি বাড়াবাড়ি করলে সাত ঘাটের জল খাইয়ে ছাড়ব।

সাত ঘাটের জল এক ঘাটে করা (নানা কৌশল প্রয়োগ): তুমি হয়তো জানো না কাজটি করতে সাত ঘাটের জল এক ঘাটে করেছি।

সাধলে জামাই না খায় কোষ, শেষকালে ভূতি চোষ (প্রথমে প্রত্যাখ্যান হলে পরে তা পাওয়া যায় না): এত করে বললাম ব্যাবসাটা ছেড়ো না অথচ আজ কিছুই করতে পারছ না, তাই জ্ঞানীরা বলেন– সাধলে জামাই না খায় কোষ, শেষকালে ভূতি চোষ।

হ

হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী (মূর্খ লোকের আরও মূর্খ উপদেষ্টা): একজন করেছে পরীক্ষায় ফেল, অন্যজন দিয়েছে লেখাপড়া ছেড়ে; এখন দুজনেই এসেছে বন্ধুত্ব করতে, এ তো দেখছি হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী।

হাতে না মেরে ভাতে মারা (বড়ো ধরনের ক্ষতি করা): তোমাকে হাতে না মেরে ভাতে মারব, তখনই বুঝতে পারবে– কত ধানে কত চাল।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা (হেলায় সুযোগ নষ্ট করা): তুমি তো মূর্খ তাই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিচ্ছ।

হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল (ক্ষমতাবান লোক যা পারে না, সামান্য লোকের তা নিয়ে স্পর্ধা করা): বড়ো বড়ো উকিল-ব্যারিস্টার এ মামলা করতে এসে হিমশিম খেয়ে গেল, নতুন উকিল হয়ে তুমি তা লড়তে এসেছ; হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল।

হক কথায় খালু বেজার (স্বার্থের ব্যাপারে স্বজন বা গুরুজন অখুশি): আজকাল হক কথায় খালু বেজার, অথচ মিথ্যার আশ্রয় নিলে কোনো অসুবিধা নেই।

হাতেরও খাবে পাতেরও খাবে (সব সুযোগ ভোগের চেষ্টা): লোকটির স্বভাব ভালো না, সে হাতেরও খাবে পাতেরও খাবে।

হক কথার মার নেই (সত্য কথার মূল্য কখনো কমে না): অন্যের প্ররোচনায় চলবে না, সত্য কথা বলবে– জানো তো হক কথার মার নেই।

হাগার নেই বাঘার ভয় (প্রয়োজন কোনো বাধা মানে না): টাকার দরকার তাইতো বন্ধু এত রাতে এসেছে– লোকে বলে হাগার নেই বাঘার ভয়।

হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না (বৈধ আদেশ সবসময় তামিল হবে): মনে করেছ সরকার পরিবর্তন হলে বেঁচে যাবে, না তা নয়, বরং হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।

।

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION